ব্যাংক-অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন সমূহের ই-ক্লিপিং

তারিখঃ বুধবার, ০৮ মে ২০২৪

ক্রমিক নং:	সংবাদের শিরোনাম	মিডিয়ার নাম	পৃষ্ঠা নং
	ব্যাংকিং খবরাখবর:		
১.	একীভূতকরণের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে হোঁচট	সমকাল	০১
২.	পিতার মৃত্যুর তিন বছরেই সব হারাচ্ছেন রন-রিক	বণিক বার্তা	০১
৩.	ন্যাশনাল ব্যাংকের নতুন পর্ষদে যারা যুক্ত হলেন	আমাদের সময়	০১
৪.	আবারও বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাংক ঋণের সুদহার	দৈনিক ইত্তেফাক	০১
৫.	Four state banks' bad loans jump 27% as delinquencies rise	The Daily Star	B1
৬.	Cenbank may increase policy rate further	The Business Standard	Banking
৭.	Interest regime being deregulated from SMART control	The Financial Express	01
৮.	Pvt sector short-term foreign loans now $11.04b	NEWAGE	10
৯.	A welcome step but will it be enough to boost reserves?	The Daily Star	01
১০.	Bangladesh to seek over 36b yuan in Chinese loans	The Daily Star	01
১১.	HSBC's 2023 profit nearly Tk 1,000cr	The Daily Star	B1
	জাতীয় অর্থনীতি:		
১২.	আইএমএফের ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাচ্ছে বাংলাদেশ	সমকাল	০১
১৩.	পণ্য আমদানির শর্ত শিথিল করতে বলেছে আইএমএফ	নয়া দিগন্ত	০১
১৪.	গতি নেই অর্থনীতিতে	বাংলাদেশ প্রতিদিন	০১
১৫.	দেশের ৩০ শতাংশ সম্পদের মালিক ১০ শতাংশ পরিবার	বাংলাদেশ প্রতিদিন	০১
১৬.	সব শর্ত পূরণ না হলেও যথাসময়ে ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাওয়ার আশা	আমাদের সময়	০১
১৭.	অর্থসংকটে এডিপির আকার বাড়ছে ২ হাজার কোটি টাকা	প্রথম আলো	১১
১৮.	দুই লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার নতুন এডিপি	সমকাল	১২
১৯.	দেশে প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে এক দশক ধরে খেলা চলছে	প্রথম আলো	১১
২০.	আমদানির ৫ বিলিয়ন ডলার দায় শোধ করতে পারছে না বাংলাদেশ	নয়া দিগন্ত	১২
২১.	আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে বাজেট ভয়ংকর হবে	যুগান্তর	০১
২২.	Tk 2.65 trillion ADP estimated for FY '25	The Financial Express	01
২৩.	ADP to see record foreign funds next fiscal year	The Daily Star	01
২৪.	Economic crisis may deepen in 2026	The Daily Star	B1
২৫.	Investment, employment, basic allocations disprove growth data	The Financial Express	01
	ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংগঠন:		
২৬.	New entity wants to enter saturated insurance market	The Daily Star	B1
২৭.	No commission or service fee for claim settlement	The Daily Star	B4

২৮.	RMG makers speak out against NBR harassment	Dhaka Tribune	B1
২৯.	US Trade Show kicks off tomorrow	The Financial Express	12
	শেয়ারবাজার সংবাদঃ		
৩০.	দুই দিনে এনবিএলের বড় অঙ্কের শেয়ারের হাতবদল	প্রথম আলো	১১
৩১.	ডিএসইতে লেনদেন বেড়ে ১১শ কোটি টাকা	সমকাল	১২
৩২.	সূচকের মৃদু পতনেও বেচাকেনায় উত্তাপ	নয়া দিগন্ত	০৮
৩৩.	DSE turnover tops Tk 1,100cr	NEWAGE	10
৩৪.	Stocks break 5-day gaining streak	The Daily Star	B4
৩৫.	Inside information damages market: Debapriya	The Financial Express	09
৩৬.	AFC Capital tiptoes out of market leaving behind bad IPOs,	The Financial Express	09
	সম্পাদকীয় ও বিশ্লেষণঃ		
৩৭.	সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	বণিক বার্তা	০৪
৩৮.	Addressing three key challenges in Bangladesh economy	The Financial Express	04

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

একীভূতকরণের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে হোঁচট

ব্যাংক খাতে অস্থিরতা

এপ্রিল শেষে ১৬ হাজার কোটি টাকার সিআরআর ঘাটতি

যে উপায়ে ব্যাংক একীভূত করা হচ্ছে, তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না; বরং ভালো ব্যাংকও সমস্যায় পড়বে

ড. মইনুল ইসলাম

■ ওবায়দুল্লাহ রনি

ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত হোঁচট খেয়েছে। নীতিমালা জারির আগেই তড়িঘড়ি করে কয়েকটি ব্যাংককে ডেকে একীভূত করার নির্দেশ দেওয়ার পর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে কোনো কোনো ব্যাংক থেকে ব্যক্তি পর্যায়ের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক আমানত তোলার চাপ বেড়েছে। যদিও নানা উপায়ে তা ঠেকানোর চেষ্টা করছে ব্যাংকগুলো।

সুদ যোগ হয়ে প্রতি মাসে ব্যাংক খাতে আমানত বৃদ্ধির কথা। তবে না বেড়ে অনেকদিন ধরে ১৮ লাখ কোটি টাকার আশপাশেই রয়েছে। এপ্রিল শেষে ব্যাংক খাতের আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিধিবদ্ধ নগদ জমা (সিআরআর) বাবদ ৪ শতাংশ হারে ৭২ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখার কথা। অনেক ব্যাংক নির্ধারিত সীমার বেশি রাখলেও কিছু ব্যাংকের বড় অঙ্কের ঘাটতি রয়েছে। সব মিলিয়ে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, নীতিমালা জারির আগেই একের পর এক ব্যাংক একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ব্যাংকের পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কেউ কেউ বাধ্য হয়ে সায় দেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা করা হয়নি। একীভূতকরণ করতে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে আসতে পারে, তা না বুঝেই তড়িঘড়ি করা হয়। বিষয়টি একেবারে নতুন হওয়ায় এত আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ব্যাংকাররা জানান, উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার বিক্রির বিপরীতে বাজার থেকে টাকা উঠে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে বেশ কিছুদিন ধরে এমনিতেই ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট চলছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্য ব্যাংক থেকে প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যাংক ধার করে চলছে। এর মধ্যে একীভূতকরণ নিয়ে আতঙ্কের কারণে সংকট আরও বেড়েছে। কেবল একীভূতকরণের আলোচনায় থাকা ব্যাংক থেকে আমানত উত্তোলন হচ্ছে, তেমন নয়। অন্য ব্যাংক থেকেও উত্তোলন হচ্ছে। যারা টাকা তুলছে, তাদের অনেকেই আরেক ব্যাংকে রাখছে। কেউ কেউ বেশি সুদের ট্রেজারি বিল ও বন্ড কিনে রাখছে। এ অবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে না বলে কীভাবে আমানত ফেরত পাবে, না দিলে ওই ব্যাংকের কী হবে– ইত্যাদি ধরে ধরে উল্লেখ করতে হবে।

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ২

একীভূতকরণের চাপিয়ে দেওয়া

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

না হলে একীভূতকরণ সফল হবে না। বরং আতঙ্কে পড়ে ভালো কিছু ব্যাংক দুর্বল হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম সমকালকে বলেন, যে উপায়ে ব্যাংক একীভূতকরণ করা হচ্ছে, তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। বরং চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ভালো ব্যাংকগুলোকেও সমস্যায় ফেলা হবে। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের মূল সমস্যা ঋণখেলাপিদের প্রতি সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি। রাঘববোয়াল ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় খেলাপি ঋণ বাড়তে বাড়তে এখন সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। খেলাপি ঋণ গোপন করতে সরকার এর আগে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁর মতে, ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তা না করে ব্যাংক একীভূতকরণ করে প্রকৃত সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।

ব্যাংক এশিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আরফান আলী সমকালকে বলেন, ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া কখনও মসৃণ হয় না। ফলে একীভূতকরণ শুরুর আগেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল। একীভূতকরণ একমাত্র অপশন না রেখে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হতো। কোনো ব্যাংকের হয়তো ২ হাজার কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি। এখন তাকে সময় দিয়ে বলতে হতো, এ সময়ের মধ্যে মূলধন জোগান না দিলে ব্যাংক থাকবে না। এ ছাড়া আমানতকারীরা অনেক সময় সঠিক তথ্য পায় না। কিছু হলেই মনে করে টাকা ফেরত পাবে না। যে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে হবে।

বেসরকারি একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমকালকে বলেন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া যে উপায়ে ব্যাংক একীভূত করা হচ্ছে, তাতে আতঙ্ক ছড়াবে– এটাই স্বাভাবিক। কেননা, যে নীতিমালা দেওয়া হয়েছে সেখানে আমানত ফেরতে অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। তবে ফেরত না দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়িত্ব নেবে কিনা– বলা হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাইসেন্স নিয়ে কাজ করা অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত না দিলেও তাদের কিছুই হচ্ছে না। আবার একীভূত হওয়ার পর তিন বছর কারও চাকরি যাবে না বলা হচ্ছে। এখন মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করে কাউকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলে সুরক্ষা দেওয়া হবে কিনা– বলা হচ্ছে না। এ ছাড়া দায় থাকুক বা না থাকুক, একীভূত হওয়া ব্যাংকের এমডি ও ডিএমডি ভালো ব্যাংকে যেতে পারবেন না। আবার ব্যাংকটি খারাপ করার পেছনে যাদের দায় আছে, তাদের শেয়ার বাজেয়াপ্ত হবে কিনা, সে বিষয়ে বলা নেই। সবচেয়ে বড় বিষয়, মন্দ ঋণের কী হবে– তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, আগামী বছরের মার্চের পর বাধ্যতামূলক ব্যাংক একীভূতকরণ শুরু হওয়ার কথা। আর এ জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। তবে এসব না মেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ও পলিসি উপদেষ্টা আবু ফরাহ মো. নাছের এ পর্যন্ত ১০টি ব্যাংকের চেয়ারম্যান-এমডিকে ডেকে একীভূত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে গত ১৪ মার্চ এক্সিমের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংক একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি পদ্মা ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফত গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার পরদিন পদত্যাগ করেন। এর পর গত ৩ এপ্রিল সোনালীর সঙ্গে বিডিবিএল এবং বাংলাদেশ কৃষির সঙ্গে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক একীভূত হতে বলে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আর ৮ এপ্রিল সিটি ও বেসিক ব্যাংক এক হতে বলা হয়। ঈদের আগে ৯ এপ্রিল ইউসিবি ও ন্যাশনাল ব্যাংক একীভূত হতে বলা হয়। এভাবে একীভূত করার খবরে আমানত তোলার প্রবণতা দেখা দেয়।

এর পর গত ১৫ ও ১৬ এপ্রিল সাংবাদিকদের ডেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান, আপাতত আর কোনো ব্যাংক একীভূত হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য শুরু থেকে দাবি করে আসছে, এসব ব্যাংক স্বেচ্ছায় একীভূত হচ্ছে। তবে গত ১৭ এপ্রিল বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক এবং ২৭ এপ্রিল ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া হোঁচট খায়। ব্যাংক দুটির পর্ষদের বৈঠকে বলা হয়– স্বেচ্ছায় একীভূত হওয়া তো দূরে থাক, এ নিয়ে তারা জানেনই না। দু-একজনকে ডেকে নিয়ে যেভাবে একীভূত হতে বলা হয়েছে, তাও আনুষ্ঠানিক নয়। ন্যাশনাল ব্যাংক সরাসরি একীভূত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরপরই ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর বেসিক ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একীভূত না হওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক সমকালকে বলেন, একীভূতকরণ প্রক্রিয়া থমকে যায়নি। তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ন্যাশনাল ব্যাংককে সময় দেওয়া হয়েছে। অন্য ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আসবে।

বণিক বার্তা
www.bonikbarta.com
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

পিতার মৃত্যুর তিন বছরেই সব হারাচ্ছেন রন-রিক

হাছান আদনান

দেশের প্রথম প্রজন্মের বড় উদ্যোক্তা ও সম্পদশালীদের একজন জয়নুল হক সিকদার। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সরকারের ওপরও ছিল তার বিপুল প্রভাব। দেশের প্রভাবশালী অনেক ব্যবসায়ী তাকে গুরু মানতেন। আশীর্বাদের জন্য তার কাছে ধরনাও দিতেন। তার হাতে গড়ে ওঠা সিকদার গ্রুপের ব্যবসা সম্প্রসারিত হয় ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, নির্মাণ, হোটেল, পর্যটন, এভিয়েশনসহ নানা খাতে। কিন্তু তার মৃত্যুর তিন বছর না পেরোতেই পুরো সিকদার গ্রুপ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। প্রয়াত জয়নুল হক সিকদারের আট সন্তানের মধ্যে দুজন বাংলাদেশে তার ব্যবসার হাল ধরেছিলেন। তারা হলেন রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদার। বেপরোয়া জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বারবার আলোচনায় এসেছেন এ দুই সহোদর। পিতার জীবদ্দশায় যখন যা পেতে চেয়েছেন, সেটিই পেয়েছেন। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়েছেন বহুবার। ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব ছিল প্রভুসুলভ। পিতার প্রভাব কাজে লাগিয়ে দেশের অন্যান্য ব্যাংক থেকেও ঋণ নিয়েছেন খেয়ালখুশিমতো। কিন্তু পিতার অবর্তমানে সে সাম্রাজ্যও এখন ভেঙে পড়েছে। ন্যাশনাল ব্যাংক পর্ষদ থেকে ছিটকে পড়ার পর অন্য ব্যবসাগুলোও হাতছাড়া হচ্ছে তাদের।

বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয় গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে। ওই সময় ব্যাংকটির পর্ষদ থেকে রন-রিকের পাশাপাশি তাদের মা মনোয়ারা সিকদারও ছিটকে পড়েন। পর্ষদ থেকে বাদ পড়লেও ব্যাংকটির শেয়ারের মালিকানায় ছিলেন তারা। কিন্তু গত দুই দিনে সে মালিকানাও হাতছাড়া হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে গত দুই দিনে ন্যাশনাল ব্যাংকের ১৮ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার ৪০০টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ মে ১২ কোটি ২৫ লাখ ২০ হাজার ৪০০টি শেয়ার ৮৩ কোটি ৭ লাখ টাকায় লেনদেন হয়। আর গতকাল ৪২ কোটি ৫১ লাখ টাকায় লেনদেন হয় আরো ৬ কোটি ৪৫ লাখ শেয়ার। ব্লক মার্কেটে শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের তথ্যমতে, এ দুই দিনে সিকদার পরিবারের সদস্যরা তাদের মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে রন-রিকের শেয়ারের পাশাপাশি তাদের মায়ের শেয়ারও রয়েছে। এসব শেয়ার কিনে নিয়েছে দেশের প্রভাবশালী একটি শিল্প গ্রুপ। সে গ্রুপটির প্রতিনিধিরা ব্যাংকটির পুনর্গঠিত পরিচালনা পর্ষদে স্থান পেয়েছেন। আগামী কয়েক দিনে সিকদার পরিবারের আরো কয়েক কোটি শেয়ার হস্তান্তর হবে। শুধু ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ার নয়, রন-রিকের মালিকানায় থাকা বিভিন্ন কোম্পানির সম্পদও হাতছাড়া হতে চলেছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের জুন পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোয় রন-রিকের মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকা। এসব ঋণের সিংহভাগই ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ। খেলাপি হওয়া থেকে বাঁচতে তারা ঋণের ওপর উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে রেখেছেন। তবে একাধিক ব্যাংকে তাদের ঋণ এরই মধ্যে খেলাপি করে দেয়া হয়েছে। সম্পদের তুলনায় দায়দেনা বেশি হওয়ায় রন-রিক তাদের সব সম্পদ দেশের একটি প্রভাবশালী শিল্প গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করে দিচ্ছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এরই মধ্যে তাদের সব কোম্পানি হস্তান্তরের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। এর মধ্যে জেডএইচ সিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালও রয়েছে।

তবে বিষয়টিকে গুজব বলে দাবি করেছেন প্রয়াত জয়নুল হক সিকদারের কন্যা পারভীন হক সিকদার। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'জেডএইচ সিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমার পিতার নামে। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের মধ্যে এ সম্পদ বণ্টন হয়নি। সে হিসেবে আমার ভাইরা চাইলেও এটি বিক্রি করতে পারার কথা নয়। তাছাড়া আমি ন্যাশনাল ব্যাংকের কোনো শেয়ার এখনো বিক্রি করিনি।'

পারভীন হক সিকদার বলেন, 'একটি পক্ষ গুজব ও আতঙ্ক ছড়িয়ে আমাদের সম্পদ দখলে নেয়ার চেষ্টা করছে। তারা সিকদার পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে চায়। আমি সব সময় সত্যের পথে চলেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। এ কারণেই ভাইদের সঙ্গে আমার বিরোধ। কন্যা হিসেবে জয়নুল হক সিকদারের রক্ত আমার শরীরে প্রবহমান। আমি এখনো ব্যর্থ হয়ে যাইনি। আশা করছি, ব্যর্থ হবও না। দ্রুতই আমরা ঘুরে দাঁড়াব।' তবে এ বিষয়ে চেষ্টা করেও রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

দেশের প্রথম প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংকগুলোর একটি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটি বেশ সুনামের সঙ্গেই প্রায় তিন দশক পার করেছিল। কিন্তু ২০১০ সালের পর ব্যাংকটি পথ হারায়। এক যুগের বেশি সময় ধরে সিকদার পরিবারের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়েছে ব্যাংকটি। প্রয়াত জয়নুল হক সিকদারের হাত ধরে সৃষ্টি হওয়া সে কর্তৃত্বের অবসান হয় গত বছরের শেষের দিকে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে সাত সদস্যের পর্ষদ গঠন করে দেয়া হয়।

পর্ষদ ভেঙে দেয়ায় প্রয়াত জয়নুল হক সিকদারের স্ত্রী মনোয়ারা সিকদার ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ থেকে ছিটকে যান। একই সঙ্গে পরিচালক পদ হারান জয়নুল হক সিকদারের ছেলে রিক হক সিকদার ও রন হক সিকদার। ওই পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে নতুন পর্ষদে স্থান পান কেবল পারভীন হক সিকদার। কিন্তু গত রোববার ব্যাংকটির পর্ষদ আরেক দফায় পুনর্গঠন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুন পর্ষদ থেকে পারভীন হক সিকদারও ছিটকে পড়েছেন।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী, ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। ব্যাংকটির মোট শেয়ার সংখ্যা ৩২১ কোটি ৯৭ লাখ ৩৯ হাজার ৫৭০। এর মধ্যে প্রায় ১০

শতাংশ শেয়ার সিকদার পরিবারের সদস্যদের নামে রয়েছে। পরিবারটির মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রয়েছে আরো ৬-৭ শতাংশ শেয়ার।

জয়নুল হক সিকদারের আট সন্তানের মধ্যে কেবল রন-রিকই বাংলাদেশে ব্যবসা বিস্তৃত করেছেন। এ দুই সহোদরের মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর মধ্যে পাওয়ার প্যাক মতিয়ারা কেরানীগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেডের নামে ১ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা, পাওয়ার প্যাক মতিয়ারা জামালপুর পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেডের নামে ১ হাজার ১১৯ কোটি, সিকদার রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের নামে ৬৭২ কোটি, বিইএল কনস্ট্রাকশন এসডিএন বিএইচডি লিমিটেডের নামে ৬২২ কোটি, মাল্টিপ্লেক্স হোল্ডিংস লিমিটেডের নামে ২১৪ কোটি, আর অ্যান্ড আর এভিয়েশন লিমিটেডের নামে ২৯ কোটি, পাওয়ার প্যাক মতিয়ারা খুলনা পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেডের নামে ২৭ কোটি, পাওয়ার প্যাকের নামে ১২ কোটি এবং পাওয়ার প্যাক হোল্ডিংস লিমিটেডের নামে ৭ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। এছাড়া রন হক সিকদারের নামে ৩৫৩ কোটি ও রিক হক সিকদারের নামে ১৯৫ কোটি টাকার ব্যক্তিগত ঋণও রয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।

তবে ন্যাশনাল ব্যাংকের একাধিক সূত্র বলছে, ব্যাংকটি থেকেও নামে-বেনামে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন রন ও রিক। এসব ঋণ অনেক আগেই অনিয়মিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শুধু ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেই এ দুই ভাই বিদেশে খরচ করেছেন ৭১ কোটি টাকার বেশি। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী দেশের ব্যাংকগুলোর কোনো ক্রেডিট কার্ডের অনুকূলে জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা ও জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকার ঋণসীমার সুযোগ রয়েছে।

এ নিয়ে গত মাসের শুরুতে এ দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তাদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে ৭১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ব্যয় ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়। এতে রন-রিক ছাড়াও বেসরকারি ব্যাংকটির সাবেক তিন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ (এমডি) পাঁচ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়। দুদকের পরিচালক মো. বেনজীর আহম্মদ বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন। ক্রেডিট কার্ড ছাড়াও ন্যাশনাল ব্যাংকের হিসাব থেকে থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার হয়েছে বলে দুদকের মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) অনুসন্ধান প্রতিবেদনের উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলা হয়, থাইল্যান্ডে রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদারের নিজ নামে এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে অন্তত ২০টি ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হচ্ছে। এসব ব্যাংক হিসাবে বিভিন্ন সময়ে ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে। আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, চীন, ভিয়েনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন ও রাশিয়া থেকে হিসাবগুলোয় অর্থ স্থানান্তরের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

ন্যাশনাল ব্যাংকের নতুন পর্ষদে যারা যুক্ত হলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাড়ে চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠন করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন পর্ষদে চারজন প্রতিনিধি পরিচালক ও তিনজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি পরিচালক ও স্বতন্ত্র পরিচালকদের বেশিরভাগই চট্টগ্রামভিত্তিক একটি গ্রুপের বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত রবিবার ন্যাশন্যাল ব্যাংকের আগের পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠন করে। নতুন পর্ষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালক এবং চট্টগ্রামের পটিয়ার কৃতী সন্তান ও কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ খলিলুর রহমান। এ ছাড়া পরিচালক হিসেবে রয়েছেন ব্যাংকটির উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রতিনিধি পরিচালক লে. জে. মো. সফিকুর রহমান (অব), প্রতিনিধি পরিচালক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজুল করিম, ব্যবসায়ী ও প্রতিনিধি পরিচালক এরশাদ মাহমুদ, প্রতিনিধি পরিচালক ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম, প্রতিনিধি পরিচালক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রফেসর একেএম তফাজ্জল হক। এ ছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে রয়েছেন-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দীন নিজামী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ড. রত্না দত্ত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবিএম জহুরুল হুদা। গত সোমবার ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে নতুন পর্ষদের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলন করেন। এ সময় ন্যাশনাল ব্যাংক দখল হয়নি বলে দাবি করেন নতুন চেয়ারম্যান আলহাজ খলিলুর রহমান। তবে প্রতিনিধি পরিচালকদের পরিচয়, তাদের শেয়ারহোল্ডারদের নাম ও শেয়ারসংখ্যা জানতে চাওয়া হলে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। পরে ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রতিনিধি পরিচালকদের পরিচয় দেওয়া হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম প্রতিনিধি পরিচালক হয়েছেন সুন্দরবন কনসোর্টিয়াম লিমিটেডের পক্ষে, প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজুল করিম প্রতিনিধি হয়েছেন কেওয়াই স্টিলের পক্ষে, ব্যবসায়ী এরশাদ মাহমুদ প্রতিনিধি হয়েছেন স্ট্রিস অ্যান্ড ওয়েভস ফ্যাশন লিমিটেডের পক্ষে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর একেএম তফাজ্জল হক প্রতিনিধি হয়েছেন ইস্ট কোস্ট হোল্ডিং লিমিটেডের পক্ষে। তবে স্বতন্ত্র পরিচালকদের বিষয়ে ব্যাংকের পক্ষ থেকে পরিচয় জানানো হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্যে অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন নিজামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আরেকজন হলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ড. রত্না দত্ত। তার স্বামী সুব্রত কুমার ভৌমিক গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পদে রয়েছেন। আরেক স্বতন্ত্র পরিচালক এবিএম জহুরুল হুদা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং বেশ কিছুদিন তিনি বেসরকারি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

আবারও বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাংক ঋণের সুদহার

আহমেদ তোফায়েল

ব্যাংক ঋণের সুদহার আবার বাজারভিত্তিক ব্যবস্থায় চলে আসছে। এ বিষয়ে আজ বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেবে। সূত্র জানিয়েছে, চলতি বা আগামী মাস থেকেই তা কার্যকর হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ঋণের সুদহার দ্রুতই বাজারভিত্তিক হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা আইএমএফের ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ প্যাকেজের শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গভর্নর বলেছেন, বর্তমানে রেফারেন্স রেট অনুসারে ব্যাংকের সুদহার নির্ধারিত হচ্ছে। শিগগিরই এটি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থাটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণে ব্যাংকের স্বাধীনতা থাকবে। এখন যে সুদহার চলছে তা থেকে আর বেশি বাড়বে না। সুদহার নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন একটি নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এর ফলে ঋণের সুদ এখন প্রতি মাসেই বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংকে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ ছিল ১২.৪৩ শতাংশ। মার্চে তা বেড়ে হয় ১৩.১১ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, আজ ৩টায় বাংলাদেশ ব্যাংকে এ বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হবে। সেখানে কবে থেকে ঋণের সুদহার বাজারভিত্তিক করা হবে তার ঘোষণা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এতে করে স্মার্ট সুদহার আর থাকছে না। বাজারে সুদহার কমলে গ্রাহক কম সুদে ঋণ পাবে, আবার বাড়লে বেশি সুদে ঋণ নিতে হবে।

এর আগে ঋণের ওপর সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারিত ছিল ৯ শতাংশে। গত জুলাই মাসে সুদের হার বেঁধে দেওয়ার ঐ পদ্ধতি থেকে সরে আসে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে সিক্স মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল বা স্মার্ট পদ্ধতিতে ঋণের সুদের ভিত্তি হার নির্ধারিত হয়। এই ভিত্তি হারের সঙ্গে এর আগে বাড়তি ৩.৫০ শতাংশ সুদ যুক্ত হলেও এবারে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩ শতাংশ সুদ যোগ করার জন্য বলেছে। ভিত্তি হার ও বাড়তি সুদ এই দুইয়ে মিলে ঋণের চূড়ান্ত সুদহার নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলো। মার্চ মাস শেষে স্মার্ট হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৫৫ শতাংশে। এর সঙ্গে ৩ শতাংশ সুদ যুক্ত করলে ঋণের সুদ দাঁড়ায় ১৩.০৫৫ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা বলেছেন, ঋণের সুদ হার যেভাবে বাড়ছে তাতে ব্যবসা খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ডলারের দামও চড়া। সব মিলে আমদানি পণ্যের দাম আরও বাড়বে। এতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর সুফল কতটুকু মিলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদরা। এদিকে সুদহার বাড়ানোর ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ কিছুটা কমেছে। তবে এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি কমে গেছে। নতুন শিল্প স্থাপন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, এবার আইএমএফ মোটাদাগে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা, সুদহার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া, রাজস্ব আহরণ আরেকটু বাড়ানো ও সরকারের ভর্তুকি কমিয়ে আনা। সরকারও আইএমএফের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্রগুলো জানিয়েছে, আইএমএফের পরামর্শ মানা হলে সুদহার নির্ধারণের বর্তমান পদ্ধতি স্মার্ট বা সিক্স মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল বাতিল হয়ে যাবে। প্রতি মাসের শুরুতে এই হার জানিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর ভিত্তিতে বর্তমানে ঋণের সুদহার নির্ধারণ হচ্ছে। এদিকে, নয়-ছয় সুদের সীমা তুলে দেওয়ার পর থেকে সব ধরনের ঋণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে বাড়ছে ঋণের সুদ। তবে যে গতিতে ঋণের সুদ বাড়ছে, সেই গতিতে আমানতের সুদ বাড়াচ্ছে না অধিকাংশ ব্যাংক। গত ৯ মাসে ঋণের গড় সুদহার যেখানে ৩ শতাংশের বেশি বেড়েছে, সেখানে আমানতের সুদহার বেড়েছে ১ শতাংশেরও কম। এতে ঋণ ও আমানতের সুদহারের ব্যবধান (স্প্রেড) ব্যাপক হারে বাড়ছে। ইতিমধ্যে গড় স্প্রেড ৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এই হার অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি।

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B1

Four state banks' bad loans jump 27% as delinquencies rise

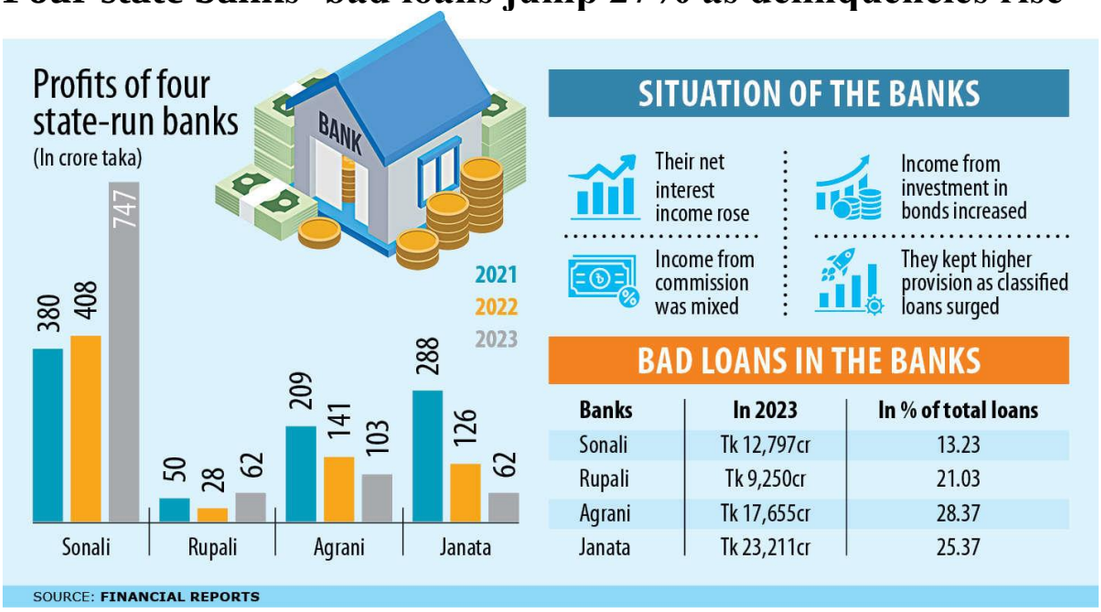

AHSAN HABIB

Although four state-run commercial banks -- Sonali, Agrani, Rupali and Janata -- saw a mixed trend in profits in 2023, they were consistent in logging higher bad loans. The combined bad loans of the banks surged 27 percent year-on-year to Tk 62,913 crore at the end of last year. Two years prior, total bad loans of the four state banks stood at just over Tk 38,200 crore, according to financial statements. The latest data showed that Janata Bank had the highest amount of bad loans at the end of last year due to alleged irregularities in lending, particularly to AnonTex and Crescent Group, which turned the loans into toxic assets.

Janata's bad loans surged 53 percent year-on-year to Tk 23,211 crore in 2023. Agrani Bank had the second-highest amount of bad loans at Tk 17,655 crore at the end of last year. The state bank said soured loans rose 23 percent compared to a year prior. Meanwhile, Sonali Bank, the largest bank in Bangladesh, registered 7.9 percent increase in loan defaults. At the end of 2023, Sonali Bank's bad loans swelled to roughly Tk 12,800 crore. Finally, Rupali Bank showed a 14 percent increase in bad loans, which climbed to Tk 9,250 crore at the end of last year.

Financial data published by the banks showed that they had to keep higher provisions due to the large amount of bad loans, which ultimately impacted their bottom line. At the same time, growing income from interest and investment in treasury bonds contributed to their bottom line positively. As a result, Sonali Bank logged 83 percent higher profits in 2023, bringing in Tk 747 crore, while Rupali Bank's profits more than doubled to Tk 62 crore. On the other hand, Agrani Bank's profits dropped 27 percent to Tk 103 crore and Janata's profits fell 50 percent to Tk 62 crore.

Bad loans hit the profits of a bank directly as the lender needs to keep provision if its bad loans rise, said Mohammad Shams-ul Islam, former managing director and chief operating officer of Agrani Bank. Consequently, the state-run banks' profits fell despite their operating profits rising. The banks have already realised that they need to reduce default loans to raise profits, he added.

"They also know how default loans can be reduced, so they are walking in the right direction with the help of Bangladesh Bank. So, hopefully, the bad loans will be lower in the upcoming years," he said. Islam blamed the recent economic heat-up and business scenario in the country alongside the tougher international economic situation for the increase in bad loans. Many export-oriented firms saw lower income while import-dependent companies struggled. So, their bottom line was hit, which ultimately impacted their ability to repay loans, he said. Classified loans rose in Agrani and Janata Bank while falling at the other two. The rate of classified loans to total loans was 13.23 percent in Sonali, 21.03 percent in Rupali, 28.37 percent in Agrani and 25.37 percent in Janata Bank at the end of 2023. Once, Agrani Bank brought in the most remittance among all banks, but they are now lagging behind because state-run banks cannot offer rates higher than the central bank's ordered rate. However, other banks can do so.

So, state-run banks lag behind in bringing remittances as they are compliant. Here, the central bank needs to work so that all the banks follow the same rules, Islam said. Agrani Bank has no big scams like other state-run banks so it can recover loans if it tries strongly, he added. Islam recommended bringing more deposits, giving good loans, diving deep to recover loans, and placing emphasis on non-interest income to make profits like other banks. The four banks' net interest income rose in the last year as the central bank allowed higher interest rates to be imposed on lending whereas it used to be capped at 9 percent before.

THE BUSINESS STANDARD

Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: Banking

Cenbank may increase policy rate further

A decision in this regard is expected to be finalised in the monetary policy meeting scheduled for Wednesday (8 May), said an official of the Bangladesh Bank. Alongside the policy rate, the meeting will also decide on the crawling peg method to determine the two other crucial tools of the money market – the lending rate and the exchange rate.

Tonmoy Modak

The central bank might increase the Repo rate, also known as the policy rate, under the pressure of the International Monetary Fund (IMF). A decision in this regard is expected to be finalised in the monetary policy meeting scheduled for today, said an official of the Bangladesh Bank. Alongside the policy rate, the meeting will also decide on the crawling peg method to determine the two other crucial tools of the money market – the lending rate and the exchange rate.

The policy-making officer of the central bank, seeking anonymity, said, "The central bank is currently running on Contractionary Monetary Policy. However, the IMF team that visited Bangladesh asked us to emphasise more on controlling inflation and advised us to tighten our monetary policy. Policy rate can be increased in that continuity. However, it will be finalised in the monetary policy meeting tomorrow [today]. "Besides, the central bank will sit with the managing directors of several commercial banks on the same day."

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the point-to-point inflation in Bangladesh rose slightly to 9.81% in March compared to 9.67% in February. The overall inflation has been above 9% since March 2023. In December 2023, preceding the announcement of the monetary policy for the second half of the financial year in January, inflation stood at 9.41%. However, contrary to expectations, inflation has risen post the monetary policy announcement, rather than decreasing.

The rate at which commercial banks borrow overnight from the central bank is termed the repurchase agreement (repo) rate. A rise in the repo rate increases the borrowing costs for banks. Consequently, this adjustment can lead to an escalation in both the lending rate and deposit rate. The Bangladesh Bank raised the policy rate by 25 basis points, bringing it to 8% from the previous 7.75%, while unveiling a new monetary policy for the second half (January-June) of FY24. However, at the beginning of 2023, the policy rate was 5.75% but the central bank continuously hiked the policy rate in efforts to manage inflation.

The central bank official further said, "The central bank has currently adopted interest rate based Contractionary Monetary Policy. In this framework, rather than directly manipulating the money supply, the central bank aims to regulate it by adjusting interest rates. Over the past 10 months, the central bank has raised the policy rate multiple times to curtail the money supply in the market. However, despite these efforts, inflation has not decreased as anticipated."

When asked why inflation is not decreasing even after increasing the policy rate, the official said that it is not possible to reduce inflation solely by increasing the policy rate. The official said that addressing inflation requires a multifaceted approach, including refraining from injecting money, maintaining stability in the dollar rate, implementing supply-side interventions, and various other measures. Earlier in an event in the capital, Bangladesh Bank Governor Abdur Rouf Talukder signalled that the determination of interest rate will move to a fully market-based system soon. "I think we are very close to a market-based interest rate. So, there will be no more restrictions on interest rates and banks will be at liberty to fix the rates based on supply and demand," he said.

Another senior official of the central bank, on condition of anonymity, said that a new decision may also come regarding transitioning the lending rate to a market-based system.

In such an event, the method for determining the lending rate, which currently involves adding a margin to the SMART (Six-Month Moving Average Rate of Treasury Bill), which has been running for the last 10 months, may also change, he added. According to the latest data released by the central bank, banks are presently permitted to offer a maximum lending rate of 13.55%. Previously, this rate was capped at 9%. Subsequently, the central bank gradually permitted an increase in the lending rate, implementing the adjustment plan over time.

Commenting on the introduction of the crawling peg for the exchange rate, the governor remarked during the same program, "We are presently assessing the exchange rate and endeavouring to implement a crawling peg system, which will serve as an interim arrangement as we move towards a fully market-based system." At the programme, commenting on the introduction of the crawling peg for the exchange rate, the Bangladesh Bank governor said, "We are currently reviewing the exchange rate and working to introduce a crawling peg, which will be an arrangement before we transition fully to a market -based system."

Just two years ago, the value of the dollar stood at Tk85-86. However, due to decreasing reserves and a crisis in the market, the central bank was forced to raise the dollar's price. In November of last year, the central bank, in collaboration with the Association of Bankers, Bangladesh (ABB)

and the Bangladesh Foreign Exchange Dealers Association (Bafeda), set the dollar price at Tk111. Subsequently, this price was lowered to Tk110 in two increments. In recent months, the central bank has halted further adjustments to the dollar price. Nevertheless, banks are presently purchasing remittance dollars at Tk116-117 and selling them at Tk117-118.

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

Interest regime being deregulated from SMART control

JUBAIR HASAN |

Rate-regulating SMART regime is destined to go as the central bank is set to make major decisions on Bangladesh's monetary front, possibly allowing market-driven interest rates. Alongside the ditching of SMART, there are some other key issues like pre-market-based exchange- rate mechanism and monetary-tightening steps that could come in the upcoming monetary policy committee (MPC) meeting set for today (Wednesday) at the Bangladesh Bank headquarters.

Earlier at a recent public discussion, BB governor Abdur Rouf Talukder made a hint clearly that the central bank now considers moving towards a fully market-based interest rate from the existing reference or SMART rate, in the midst of reappraisal of execution of IMF lending terms that press for such deregulation. "There will be no more restriction on the interest rate and banks will enjoy the liberty to fix interest rate based on demand and supply," he was sharing the current plan of the BB.

Regarding another major reform issue, exchange rate, the governor also informed the audience that they had been working to introduce crawling peg, which will also be an interim arrangement before going for completely market-dominated exchange-rate system. Sources at the BB say the issues are likely to top the agenda in the MPC meeting as the visiting IMF representatives, assessing progresses on their recommendations before approving the third tranche of a $4.7-billion lending package to restore Bangladesh's tightened macroeconomic stability, are not enthusiastic about the current state of lending-rate arithmetic and exchange-rate volatility.

"So, it is expected that the central bank might go for discarding the SMART regime, which came into effect on the money market from the beginning of the ongoing fiscal year (FY'24), at the MPC meeting," said one source. Simultaneously, it is also learnt that the BB would possibly go for sharing nature of the crawling peg and the launching deadline of the mechanism to temporarily reduce the volatility on the foreign-exchange front.

Under the new pegging matrix, according to the sources, there will be a narrow band corridor where REER (real effective exchange rate) stands in the middle. The corridor will have an upper ceiling and floor rate and the exchange rate will move within the bounds. According to the sources, the IMF-team members were not happy about the inflation-containing steps as the rising costs of the commodities continue hurting the consumers in Bangladesh. To contain the higher inflationary regime, the BB could go for further tightening monetary steps squeezing money supply to the market by revisiting the policy rate, according to the source.

jubairfe1980@gmail.com

NEWAGE
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 10

Pvt sector short-term foreign loans now $11.04b

Staff Correspondent

Private sector short-term foreign loans decreased slightly in March as businesses focused on repaying existing loans rather than taking new ones. According to Bangladesh Bank data, short-term foreign loans fell to $11.04 billion in March from $11.07 billion in February and $11.25 billion in January. This decline continued from $11.79 billion in December and $13.65 billion in June 2023, with a figure of $16.41 billion in December 2022. Buyer's credit also decreased to $5.69 billion in March from $5.77 billion in February. Bankers attributed the drop in short-term foreign loans to businesses prioritising loan repayments over new borrowing. They noted that businesses faced challenges in obtaining new foreign loans, possibly due to outstanding loan amounts and reduced confidence from foreign institutions. The current economic situation, including import restrictions and a dollar crisis, along with high dollar prices, also led to reduced business activities. However, the falling trend appeared to decline as it now remains stagnant at $11 billion for the last three months. Debt services also dropped to $1.93 billion in February from $3.11 billion in December.

Deferred payment reduced to $824 million in March from $833 million in February while foreign back-to-back LC declined to $955 million in March from $994 million in February. Bangladesh's external debts crossed $100 billion at the end of December 2023 from $98 billion in June 2023, according to Bangladesh Bank data.

The country's foreign debts increased by 52 per cent to $100.6 billion in December 2023 from that of $65.27 billion in June 2020. This rapid growth in foreign debts raised concerns about the country's ability to manage its debt obligations. A country's external debts refer to the total amount of money that the country owes foreign creditors, such as foreign countries, international organisations and foreign private entities.

Experts warned that the high external liability could strain the country's finances, with a significant portion of its income going towards debt repayment. They emphasised the need for Bangladesh to manage its resources carefully and prioritise sustainable economic development to reduce its dependence on foreign borrowing. Inefficient allocation of loans to productive sectors could pose challenges for repayment. The devaluation of the local currency against the US dollar has made interest payments on foreign loans more expensive. In July 2021, the exchange rate per dollar in the country was Tk 84.80, which increased to Tk 110 after the central bank allowed a floating rate.

The gross foreign exchange reserve in Bangladesh, according to International Monetary Fund guidelines, dropped to $19.9 billion on May 2. Import payments for the July-February period in the financial year 2023-24 decreased by 15.36 per cent to $40.88 billion, compared with those of $48.30 billion in the same period of the financial year 2022-23, due to various initiatives taken by the government and the central bank to reduce imports of commodities, especially those of luxurious ones.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

CRAWLING PEG SYSTEM

A welcome step but will it be enough to boost reserves?

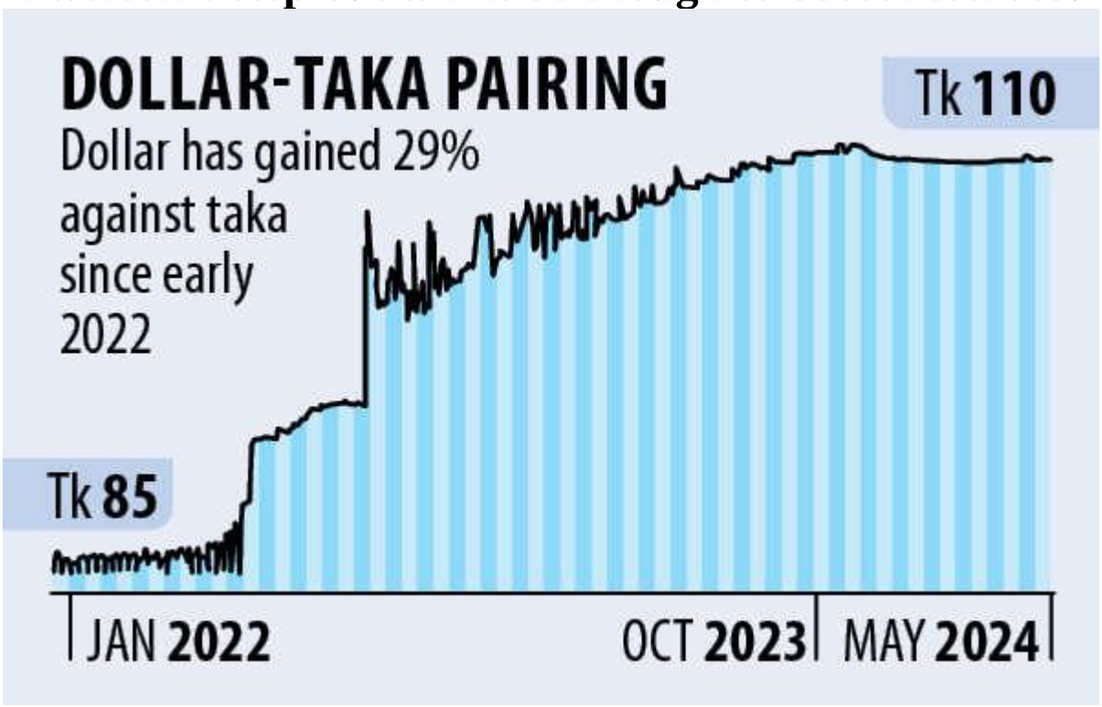

ARUN DEVNATH

The crawling peg system for the taka is a delayed and, perhaps, inadequate response to the bleeding of forex reserves. Some economists suggest the central bank should go beyond this formula and open the exchange rate to market forces to stop the continuous erosion of reserves. Either way, exporters and remitters will celebrate more flexibility in the exchange rate. In January, Bangladesh's central bank disclosed a plan to introduce the crawling peg for its currency, backtracking on its earlier pledge to allow the exchange rate to float freely. The new system may now get off the ground by June, making a clear departure from the tight control over the exchange rate. Since an independent country in 1971, Bangladesh managed currency volatility through a series of fixed exchange rates.

Now it has to make a painful choice. The crawling peg, a system of exchange rate adjustments, falls between two extremes: the fixed rate and the floating or market-based rate. The key difference is that a crawling peg allows for limited fluctuations within a predefined range, while a fixed exchange rate has almost no flexibility. The new system is primed to bring more flexibility to the exchange rate regime by loosening the central bank's grip on the taka, a key prescription from the International Monetary Fund.

Still, a question remains: will the central bank bring the new exchange corridor closer to the informal market rate to curb opaque currency flows? "The crawling peg is just a formula. If the dollar-taka exchange rate based on the crawling peg comes close to the informal market rate, it may yield some benefits because that will discourage dollar flows into the informal market," said Zahid Hussain, former lead economist of the World Bank's Dhaka office.

"But if the gap between the formal and informal markets is as wide as ever even after the introduction of the new system, it won't make much of a difference," he said. Hussain's observation reflects wider concerns over the deterioration in external buffers with official reserves slipping below $20 billion, less than half their historic peak in 2021. Since mid-2022, the taka has been depreciating against the dollar, a trend primarily attributed to a balance of payments deficit leading to a significant reduction in reserves. The weakening of the taka has fuelled domestic inflation as the cost of imports has risen. In response to these challenges, Bangladesh Bank charted a gradual shift towards a market-based exchange rate system. And the crawling peg is a transition to a more flexible exchange rate and a way to prevent further depletion of foreign exchange reserves.

The crawling peg is not without a virtue. It will go some way toward rebuilding resilience and adaptability to external shocks, especially as Bangladesh graduates from the LDC category in 2026 and becomes more closely integrated into the global financial system. That means Bangladesh is on course to adopt a "more modernised and forward-looking monetary policy framework." It will also augment the central bank's freedom in monetary policy. "While the authorities have appropriately accelerated reforms to allow greater exchange rate flexibility, managing transition risks remains crucial. Policy actions to restore external resilience need to be well-calibrated and carefully sequenced to facilitate a non-disruptive transition toward greater exchange rate flexibility," the IMF said in a report in December 2023.

The crawling peg system would be linked to a carefully selected set of currencies and operate within a predefined exchange rate band. This strategy is aimed at tempering unusual fluctuations in the currency's value. "The central bank would establish a stable benchmark while retaining the flexibility to intervene in the market as necessary to maintain the currency within the designated boundaries," Bangladesh Bank said in January. Before the buzz over the crawling peg was in the air, the central bank in July 2023 introduced the market-based exchange rate. That was only on paper. In practice, however, the exchange rate is fixed by the Bangladesh Foreign Exchange Dealers' Association and the Association of Bankers on unofficial instructions from the central bank.

According to an IMF assessment, the exchange rate not being market-based was the reason behind the deficit in the financial account, which widened to $8.36 billion in the July-February period from $2.32 billion a year earlier. As a result, much of the export proceeds did not return home to Bangladesh, while remittances were still flowing through unofficial channels. Bangladesh is navigating a combination of risks -- elevated inflation and slowing economic growth. So, greater exchange rate flexibility may help the nation stem losses of forex reserves and eventually ease depreciation pressure on the taka, triggered initially by the worsening terms of trade and later by the reversal in the financial account. The crawling peg system, if introduced, will hopefully bring cheers to exporters and remitters.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

BEYOND DOLLAR

Bangladesh to seek over 36b yuan in Chinese loans

PARTHA PRATIM BHATTACHARJEE and JAGARAN CHAKMA

Bangladesh is going to seek more than 36 billion yuan, equivalent to $5 billion, as soft loans from China to reduce pressure on its dollar reserves. According to highly placed sources in the government, the country will use the money to help businesses import raw materials and also for budget support. Bangladesh exported goods worth $677 million to China and imported goods worth $22.90 billion in fiscal 2022-23, according to data from the commerce ministry. China is Bangladesh's single largest trading partner.

The main purpose of the loan is to reduce pressure on the depleting reserves, which stood at $19.95 billion as of April 30, say sources.

Sources in the finance and commerce ministries said the Prime Minister's Office has already given the go-ahead and officials are now discussing the interest rate and repayment periods. They are also discussing how and where the money would be spent. They said that officials of the Finance Division, commerce ministry, Economic Relations Division, and the National Board of Revenue at a recent meeting gave opinions that the loan should be long-term and the interest rate should not be above 1 percent. According to the sources, the main purpose of the loan is to reduce pressure on the depleting reserves, which stood at $19.95 billion as of April 30. In September 2022, Bangladesh Bank allowed settlement of international trade in Chinese yuan to cut excessive dependence on the dollar

The government wants to support the businesspeople in importing raw materials as the Bangladesh Bank's decision to slash the volume of the Export Development Fund (EDF) has put them in a tight spot. The central bank brought down the EDF volume to around $2 billion from about $7 billion in mid-2022 when reserves came under pressure following a surge in imports.

BB also raised the interest rate on EDF loans to 4.5 percent from 4 percent in April last year. According to a BB circular on April 9, 2023, an exporter can take loans of $10 million but a member of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association can get as much as $20 million. According to the rules for the EDF loan, the borrower has to repay within 180 days but in some cases 210 days is allowed. The sources said Bangladesh, during the loan negotiations, will ask for flexible terms so that the money can be used for trade with other countries alongside China.

The interest rate and the repayment term would be finalised at that time, according to a top official at the commerce ministry. State Minister for Commerce Ahasanul Islam Titu brought up the loan issue during bilateral talks with his Chinese counterpart on the sidelines of the 13th Ministerial Conference of World Trade Organisation in Abu Dhabi between February 26 and March 2. After the conference, the state minister wrote to the Chinese minister thanking him and mentioned their discussion on the loan. In response, the Chinese minister said his government in principle agreed to it and asked Ahasanul to proceed. The commerce ministry then asked the Finance Division and the Economic Relations Division to get the PMO's nod.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B1

HSBC's 2023 profit nearly Tk 1,000cr

AHSAN HABIB

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Bangladesh registered a profit close to Tk 1,000 crore in 2023, its highest on record, making it one of the most profitable banks in the country. The British multinational bank attributed it to a rise in both interest income and investment income from treasury bills and bonds. The profit amounted to Tk 999 crore, soaring 70 percent year-on-year. It was Tk 587 crore in 2022. Meanwhile, net interest income rose 6 percent to Tk 929 crore, the foreign bank said in financial statements that it had made public yesterday. Its income from investments in treasury bonds shot up almost fourfold to Tk 806 crore.

However, its income from commissions dropped 21 percent to Tk 636 crore. "We continue to build strength across Asia. The set results shows that our strategy is working," said the bank in an email reply yesterday. "Our international connectivity remains our biggest differentiator – for businesses, communities, and the customers we serve," it added. HSBC announced its massive profit hot on the heels of multinational Standard Chartered Bangladesh (SCB) last month declaring the biggest profit of the banking sector in the country till date. SCB said its profit had gone up 41 percent year-on-year last year, riding on higher interest income and earnings from investments in treasury bills and bonds.

The profit amounted to Tk 2,335 crore in 2023 whereas it was Tk 1,655 crore in 2022, according to its financial reports. Among the local banks, Dutch-Bangla Bank recorded a profit of around Tk 800 crore, one of the highest among private banks, posting a growth of nearly 42 percent. HSBC, which began its banking operations in Dhaka in 1996, said it increased its investments in treasury bonds to reap the benefits of their high yields. However, it reduced its loans and advances. At the end of the year, HSBC had 34 percent more treasury bills and bonds than what it had in 2022.

It was to the tune of Tk 11,647 crore whereas it was Tk 8,683 crore in the previous year. The loan portfolio decreased 3.77 percent to Tk 21,709 crore. The foreign bank, however, recorded a hike of almost 17 percent in its classified loans, which reached Tk 699 crore. Of the classified loans, Tk 499 crore was "bad loans", Tk 129 crore "substandard" and the rest "doubtful". The bank remitted a profit of Tk 113 crore to its head office in 2023 whereas it was Tk 272 crore in the preceding year.

The bank said there was an ambiguity around the inclusion of banking and non-banking financial institutions within the scope of maintaining a worker's profit participation fund under Bangladesh Labour Act, 2006. As per the law, employers need to provide 5 percent of their net profit to the worker's participation fund. However, it is in contradiction with the Bank Company Act, 1991. The ambiguities are yet to be clarified and therefore, the probability of a legal obligation for payments out of the fund is low at the current stage, for which no provision has been made for the same. However, as long as the issue is not resolved, HSBC Bangladesh is maintaining sufficient retained earnings to meet any future liability, which was estimated at Tk 305 crore.

সমকাল
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

আইএমএফের ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাচ্ছে বাংলাদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

৪৭০ কোটি ডলার ঋণের তৃতীয় কিস্তি হিসেবে ৬৮ কোটি ডলার ছাড়ের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। চলতি মাসের শেষ নাগাদ কিংবা আগামী মাসের শুরুর দিকে এই অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করেছে ঋণ কর্মসূচির আওতায় শর্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে আসা সংস্থাটির প্রতিনিধি দল। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ কিস্তির জন্য আগামী জুন নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ ও কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা কমাতেও সম্মত হয়েছে প্রতিনিধি দল। অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। গত ২৪ এপ্রিল ঢাকা সফরে আসা আইএমএফের ডেভেলপমেন্ট মাইক্রো ইকোনমিক্স ডিভিশনের প্রধান ক্রিস পাপাগেওর্জিউর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ (এনবিআর) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করে। এসব বৈঠকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সার্বিকভবে পর্যালোচনামূলক বৈঠকে তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের আশ্বাসের পাশাপাশি ঐকমত্যের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ এবং সংশোধিত শর্ত সংযুক্ত করে চূড়ান্ত করা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে।

বুধবার অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়েশা খানের সঙ্গে প্রতিনিধি দল সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করবে। একই দিন সন্ধ্যায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে ঢাকা ছাড়বে। মিশনটির চূড়ান্ত করা সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে চলতি মাসের শেষ নাগাদ ওয়াশিংটনে আইএমএফের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় পরিচালনা পর্ষদের সভায় তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের চূড়ান্ত অনুমোদন হওয়ার কথা রয়েছে। গত ডিসেম্বর নাগাদ শর্ত পরিপালনের ভিত্তিতে ঋণের তৃতীয় কিস্তি পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ সময়ে নির্ধারিত পরিমাণগত ও কাঠামোগত ১০টি শর্তের মধ্যে রিজার্ভ ছাড়া ৯টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আইএমএফের তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। কিন্তু রিজার্ভের উন্নতি না হওয়ায় বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিয়ে ১৭ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা হয়। তার পরও বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫৮ মিলিয়ন ডলার পিছিয়ে ছিল। এ শর্ত পূরণ না হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে অব্যাহতি চাইতে হলেও তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য তা বাধা হচ্ছে না। দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য গত জুন পর্যন্ত রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। তখনও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। জুন শেষে দেশে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন। এ ছাড়া তখন রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয়নি। এর পর দ্বিতীয় কিস্তির আগে আসা মিশনকে এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা বোঝাতে সমর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় কিস্তি পায় বাংলাদেশ।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থাটি পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর সমকালকে বলেন, আইএমএফ মোটাদাগে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা, সুদহার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া, রাজস্ব আহরণ বাড়ানো ও সরকারের ভর্তুকি কমিয়ে আনা। সরকারও আইএমএফের শর্তের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। তবে জুনভিত্তিক নিট রিজার্ভের শর্ত ২০ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমিয়ে ১৮ বিলিয়নের নিচে নির্ধারণ করা হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা অর্জন কঠিন। তাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারকে আরও মনোযোগী হতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে থাকার মধ্যে গত বছরের জানুয়ারিতে আইএমএফের সঙ্গে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি করে বাংলাদেশ। ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট সাতটি কিস্তিতে ঋণের পুরো অর্থ ছাড় করার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে দুই কিস্তিতে ১১৫ কোটি ৮২ লাখ ডলার ছাড় করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তৃতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার ছাড় হবে চলতি মাসের শেষ নাগাদ। নভেম্বর নাগাদ সমান পরিমাণ চতুর্থ কিস্তির জন্য আগামী জুনভিত্তিক বেশ কিছু শর্ত পরিপালনের কথা রয়েছে। শর্ত অনুযায়ী চতুর্থ কিস্তির জন্য আগামী জুন শেষে নিট রিজার্ভ ২০ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার কথা ছিল। তবে বর্তমানে দেশে রয়েছে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার কারণ হিসেবে মিশনকে জানানো হয়, বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত হারে বাজেট সহায়তা পাওয়া যায়নি। আগামী জুনের আগে বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা পাওয়া যাবে। এর বাইরে খুব বেশি সহায়তার আশা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া নির্বাচনের পর স্থিতিশীল পরিবেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসার প্রবাহ বাড়ায় আর্থিক হিসাবের ঘাটতি কমে আসবে বলে আশা করা হলেও তা হয়নি। তাই জুন শেষে এ লক্ষ্যমাত্রা ১৭ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে নামিয়ে আনার অনুরোধ জানায় সরকার। একই সঙ্গে বিনিময় হার আরও নমনীয় করতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতির জন্য শিগগির ক্রলিং পেগ সিস্টেম চালু করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আইএমএফ মিশন লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনতে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা কমাতেও সম্মত হয় প্রতিনিধি দল।

নয়া দিগন্ত

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

পণ্য আমদানির শর্ত শিথিল করতে বলেছে আইএমএফ

আশরাফুল ইসলাম

ডলার সঙ্কটের কারণে বেশ কিছু পণ্য বিশেষ করে গাড়িসহ বিলাসজাত পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি করা হয়েছিল। এসব পণ্য আমদানিতে শতভাগ মার্জিন দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে। এর প্রভাবে পণ্য সামগ্রিক আমদানি অর্ধেকে নেমে এসেছে। এমনি পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বিদ্যমান এলসি মার্জিন শিথিল করতে পরামর্শ দিয়েছে। আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে সফররত সংস্থাটির প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংককে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহের সফরে সংস্থাটির প্রতিনিধিদল গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে শেষ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, ডেপুটি গভর্নররাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের তৃতীয় কিস্তি হিসেবে ৬৮ কোটি ডলার ছাড়ের জন্য আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছিল ইতোমধ্যে তার বেশির ভাগই পূরণ করা হয়েছে। তবে, শর্ত অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করা যায়নি। এর কারণ তুলে ধরা হয়েছে তাদের কাছে। যেমন ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাওয়ার জন্য মার্চ শেষে ১৯ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার ও জুন শেষে ২০ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার নিট রিজার্ভ সংরক্ষণের শর্ত ছিল আইএমএফের। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের নিট রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। বৈঠকে রিজার্ভ সংরক্ষণের শর্ত শিথিল করতে বলা হয়েছে। তারা শর্তানুযায়ী রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে না পারার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যৌক্তিক কারণ ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছে। আর এ কারণে তৃতীয় কিস্তি পাওয়ার বিষয়ে কোনো সংশয় নেই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহের সাথে বহিঃপ্রবাহের কোনো সমন্বয় হচ্ছে না। অর্থাৎ রফতানি আয়, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক ঋণ, অনুদানের মাধ্যমে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসছে তা দিয়ে আমদানি ব্যয় ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে প্রতি মাসেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে আংশিক ঘাটতি মেটাতে হচ্ছে। আর এ কারণে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ প্রতি মাসেই কমে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ যেখানে ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছিল, সেখানে এখন নিট রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি করা হয়েছিল। বিশেষ করে, গাড়িসহ বিলাসজাত পণ্য আমদানিতে শতভাগ মার্জিন রাখার নির্দেশনা ছিল। এতে আমদানি ব্যয় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কিন্তু এর পরেও কাক্সিক্ষত হারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকছে না। সফররত আইএমএফের প্রতিনিধিরা পণ্যের সরবরাহ বাড়াতে পণ্য আমদানির ওপর বিদ্যমান কড়াকড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিয়েছে। অর্থাৎ আমদানির শর্ত শিথিল করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, গতকাল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রেমিট্যান্স আহরণের জন্য এক দর, রফতানির জন্য আরেক দর এবং আন্তঃব্যাংকের জন্য আরেক দর নিয়ে কথা হয় বৈঠকে। আইএমএফ বিনিময় হারের ওপর হস্তক্ষেপ না করার বাজারভিত্তিক বিনিময় হারের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। গতকাল সংস্থাটির সফররত প্রতিনিধিরা আগামী জুনে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করেছেন। গতকাল আইএমএফ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা এ তথ্য গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, আগামী জুনে তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে নিশ্চিত করতে গতকাল আইএমএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ধারাবাহিক বৈঠকে চুক্তির বিভিন্ন দিক চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বছরের জুন নাগাদ দেশের নিট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ২০.১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার শর্ত দিয়েছিল আইএমএফ, ঋণদাতা সংস্থাটি এটা কমিয়ে ১৭-১৮ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনতে পারে বলেও জানান তারা। একই সাথে চতুর্থ কিস্তি পাওয়ার জন্য আগামী অক্টোবর ও ডিসেম্বর নাগাদ নিট রিজার্ভের টার্গেটও নতুন করে নির্ধারণ করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার আগেও নিট রিজার্ভের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ। তখন আগামী মার্চ ও জুনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে নির্ধারণ করে এমওইউ স্বাক্ষর করে আইএমএফ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই কর্মকর্তা বলেন, আইএমএফের সাথে সরকারের উল্লেখ করার মতো কোনো দ্বিমত নেই। ভর্তুকি কমানো, রাজস্ব ও রিজার্ভ বাড়ানোসহ আইএমএফ যেসব বিষয় বাস্তবায়ন করতে শর্তারোপ করছে, সরকারও সেগুলো বাস্তবায়নে করতে কাজ করছে।

অপর এক কর্মকর্তা বলেন, আগামী জুন-ভিত্তিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা নিয়েও সংশয় রয়েছে সরকারের। তাই জুনভিত্তিক রাজস্ব আদায়ে আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রাতেও ছাড় চেয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। নতুন এমওইউতে (সমঝোতাস্মারকে) এ ক্ষেত্রেও ছাড় দিতে পারে সংস্থাটি। প্রসঙ্গত, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমতে থাকার মধ্যে গত বছরের জানুয়ারিতে আইএমএফের সাথে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি করে বাংলাদেশ। ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট সাতটি কিস্তিতে এই ঋণ ছাড় করা হবে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আইএমএফ ৪৪ কোটি ৭৮ লাখ ডলারের প্রথম কিস্তি ছাড় করে। আর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ছাড় করে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

গতি নেই অর্থনীতিতে

মানিক মুনতাসির

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ও বাজারে টাকার প্রবাহ কমাতে ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ানো হয় গত বছর জুলাই মাসে। গত মার্চে ব্যাংকের সুদহার বেড়ে সাড়ে ১৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। যা গত জুলাইয়ে ছিল সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিনিয়োগ। বাড়ছে শিল্পের উৎপাদন খরচ। প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতির হারও ১০ শতাংশের কাছাকাছি। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাজেট বাস্তবায়ন হয়েছে ৪০ শতাংশের কম। এ সময়ে রাজস্ব ঘাটতি তৈরি হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। দুই বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে ৩০ শতাংশের বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ বিলিয়ন ডলারে। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এগোচ্ছে মন্থর গতিতে। অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সরকারের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও বড় ঘাটতি রয়েছে আর্থিক হিসাবে। গত বছর ডিসেম্বর শেষে আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৩৯ কোটি ডলার। যদিও ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আর্থিক হিসাবে ১৪ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাস জুলাই-ফেব্রুয়ারিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ৩১ দশমিক ১৭ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। অর্থবছরের আট মাস বিবেচনায় এটি গত ১০ বছরের মধ্যে এডিপির সর্বনিম্ন বাস্তবায়নের হার। জানা গেছে, চাপ বাড়ছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

রাশিয়া-ইউক্রেন চলমান যুদ্ধের প্রভাবের সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করছে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের সংকট। জ্বালানি তেলের বাজারে বিরাজ করছে অস্থিরতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও বৈশ্বিক খাদ্য শৃঙ্খলায় এক ধরনের চাপ বিরাজ করছে। এদিকে বাংলাদেশে খাদ্যসহ সার্বিক মূল্যস্ফীতি বাড়ছেই। ব্যাংক ঋণের চড়া সুদহারের কারণে নতুন করে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান থমকে আছে। শিল্পের উৎপাদন খরচও বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বৈরী আবহাওয়ার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে কৃষি খাতের উৎপাদন কমছে। আবার উৎপাদন খরচ বাড়ছে। সব মিলিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে সামগ্রিক অর্থনীতি। এমন পরিস্থিতি নতুন আরেকটি বাজেট প্রণয়নের কাজ করছে অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

জানা গেছে, সম্প্রতি ব্যাংক ঋণ ও আমানতের ওপর আরোপিত সুদহারের ৬ ও ৯ শতাংশের সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি পূর্বে কম রেটে নেওয়া ঋণও পরিশোধ করতে হচ্ছে বাড়তি সুদের হারে। এ কারণে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সৃষ্টি হয়েছে মন্দা। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স না বাড়ায় দ্রুত কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেই চলেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ায় বেড়েছে উৎপাদন খরচ। বৈরী আবহাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষিতেও। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানেও স্থবিরতা। অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাজেট বাস্তবায়ন ৪০ শতাংশেরও নিচে। নতুন বাজেট প্রণয়নে করতে হচ্ছে নতুন হিসাবনিকাশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারের ব্যাংক থেকে ধার করার পরিমাণ নতুন অর্থবছরেও বাড়বে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত পূরণে বাজেট ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে নতুন বাজেটের আকার কমিয়ে আনছে সরকার। তবে ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা থেকেই যাবে। বিশেষ করে রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরের পরিকল্পনার কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায় না। প্রতি বছরই করদাতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু তা আর কার্যকর হয় না। ফলে কর-জিডিপির অনুপাত ১০ শতাংশের মধ্যেই আটকে আছে। যা কমপক্ষে ২০ শতাংশ হওয়া উচিত বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন

আহমেদ। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক নামে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এমনকি সরকারের নিজস্ব বিভিন্ন সংস্থার জরিপের তথ্য অনুযায়ী আমাদের কর-জিডিপি রেশিও যা হওয়ার কথা বাস্তবে তার অর্ধেক রয়েছে। অথচ এ রেশিও প্রতিবেশী দেশ ভারতে ১৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ, নেপালে ২১ দশমিক ৫০, পাকিস্তানে ১৪ দশমিক ৮৮ ও শ্রীলঙ্কায় ১২ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

এদিকে ব্যাংক খাতের অস্থিরতা, অনিয়ম-দুর্নীতি অর্থ পাচার রোধ করতে না পারায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। যা আইএমএফের মানদণ্ড অনুযায়ী ২০ বিলিয়নের ওপরে থাকার কথা। আমদানি খাতে কঠোর নীতি অবলম্বন করেও আমদানি ব্যয় কমানো যায়নি। আবার টাকার বিপরীতে ডলারের মান প্রতিদিনই বাড়ছে। করোনা মহামারির সময়েও যে প্রতি ডলারের বিপরীতে ডলারের মান ছিল ৮৫-৮৮ টাকা। তা এখন ১২০ টাকায় নেমেছে। এরপরও ব্যাংক খাতে তীব্র ডলার সংকট বিরাজ করছে। মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে ভোগ্যপণ্য আমদানির ওপর ডিউটি মওকুফ করা হয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম কমেনি। ফলে মূল্যস্ফীতিও কমেনি, বরং বেড়েছে। মূল্যস্ফীতির চাপ এখনো ১০ শতাংশের কাছাকাছি।

অন্যদিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে ব্যাপকভাবে ছন্দপতন ঘটেছে। প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে দ্বিতীয় প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে অর্ধেকে। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারির শুরুতে অনুষ্ঠিত সরকারের আর্থিক মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বৈঠকে এসব বিষয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। ওই বৈঠকে রাজস্ব আদায় বাড়ানো, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং আর্থিক খাতের নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশনা দেন অর্থমন্ত্রী। এরপর তিন মাস কেটে গেলেও অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। ওই বৈঠকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি) ৩৯ দশমিক ৮২ শতাংশ বাজেট বাস্তবায়ন হয়েছে। অর্থাৎ ৬০ শতাংশের বেশি বাজেট বাস্তবায়নের জন্য সময় রয়েছে মাত্র চার মাস (মার্চ-জুন)। ৬০ শতাংশ মানে ৪ লাখ ২৯ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। চার মাসে এ বিপুল টাকা খরচ করতে গিয়ে অনিয়ম হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, এতে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও সঠিক ব্যয় অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বাজেট বাস্তবায়নের গতি প্রথমদিকে সব সময়ই কম থাকে। অর্থবছরের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে শতভাগ এডিপি ও বাজেট বাস্তবায়ন দেখানো হয়। এতে বাজেট ব্যয়ের গুণগত মান ঠিক থাকে না বলে তিনি মনে করেন। এদিকে দেশের ব্যাংক খাতে বড় সংকট বিরাজ করছে। কেননা সমস্যা জর্জরিত ব্যাংক খাত পুনর্গঠনে আইএমএফের শর্তের বাস্তবায়ন করছে সরকার। যদিও এক্ষেত্রে একীভূতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙুল দেখিয়ে যাচ্ছে অনেক ব্যাংকই। অন্যদিকে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক চাপ প্রতিদিনই বাড়ছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

গবেষণা তথ্য

দেশের ৩০ শতাংশ সম্পদের মালিক ১০ শতাংশ পরিবার

শাহেদ আলী ইরশাদ

দেশের মোট সম্পদের ৩০ শতাংশের মালিক ১০ শতাংশ ধনী পরিবার। এদের কাছ থেকে ১৫ শতাংশ কর আদায় করা গেলে সরকার অতিরিক্ত ২ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থ পাবে। ফলে নিজস্ব অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন করতে পারবে। এতে কমবে সরকারের ঋণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। যে কোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয়। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে এমন ব্যয় বর্তমানে ১৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

যা নিম্ন আয়ের একটি দেশের গড় ব্যয়ের চেয়েও ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ কম। একটি নিম্ন আয়ের দেশও উন্নয়নের জন্য জিডিপির অনুপাতে ২১ দশমিক ৩৪ শতাংশ ব্যয় করে। মধ্যম আয়ের দেশে ব্যয়ের পরিমাণ ৩৬ দশমিক ৫০ শতাংশ আর বৈশ্বিক গড় ব্যয় ৩৫ দশমিক ২২ শতাংশ। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বলছে, বাংলাদেশে এই ব্যয় উচিত ৩৫ শতাংশ। আর মধ্যম আয়ের দেশ হতে ব্যয় নিয়ে যেতে হবে সাড়ে ৩৬ শতাংশে। এ বিষয়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, অনেক কারণে সরকারি ব্যয় দরকার। বিশেষ করে অবকাঠামো। সরকার এমন অনেক জায়গায় বিনিয়োগ করে যার ফল আমরা ভবিষ্যতে পাই। শিক্ষায় যদি বিনিয়োগ না করি তাহলে দক্ষ মানবসম্পদ পাওয়া যাবে না। ফলে ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি আমাদের নিচের দিকে নামতে পারে। পিআরআই বলছে, সরকারি ব্যয় বৈশ্বিক মানদণ্ডের কম হওয়ার প্রধান কারণ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ে পিছিয়ে থাকা।

সরকারি হিসাবে বর্তমানে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাতে ৮ শতাংশের মতো। এ আয় অন্তত ২ শতাংশ বাড়ানো গেলে আয়কর থেকে ৬৫ হাজার কোটি টাকা আয় বাড়ানো সম্ভব। মূল্য সংযোজন কর থেকে ৬৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা এবং কাস্টমস থেকে ৬৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে পিআরআই পরিচালক ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশে মোট সম্পদের প্রায় ৩০ শতাংশ রয়েছে ১০ শতাংশ ধনী পরিবারের হাতে। এই ১০ শতাংশ পরিবারকে যদি ১৫ শতাংশ কর আরোপ করা যায়, তাহলে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ কর আদায় হবে। বাড়তে থাকা মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে কর আদায় বাড়ানোর বিকল্প নেই। ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য সরকার বাজেটের ১২ থেকে ১৩ শতাংশ ব্যয় করছে।

এটা চিন্তা করলেও ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো দরকার। না হলে আমাদের ঋণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে, সেটার বরাদ্দে বেড়ে অনেক বেশি ব্যয় হচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে। তাই উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অংশ আমাদের নিজস্ব কর আয়ের অর্থে হওয়া উচিত। পিআরআইর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, আমি কর না দিলেও সরকার ব্যয় করবে, কীভাবে সেটা হলো সরকারের কাছে আমার ইনফ্লাশন ট্যাক্স হিসেবে সারেন্ডার করে। সবচেয়ে ভালো কর প্রদান করা। এতে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

সব শর্ত পূরণ না হলেও যথাসময়ে ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাওয়ার আশা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের তৃতীয় কিস্তির অর্থ যথাসময়েই পাওয়ার আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণের শর্ত পর্যালোচনা করতে আসা সফররত আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সমাপনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানিয়েছে দাতা সংস্থাটির প্রতিনিধিরা। এ বিষয়ে আজ বুধবার আইএমএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে পৃথক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে। চলতি মাসের শেষদিকে তৃতীয় কিস্তির প্রায় ৭০ কোটি ডলার ছাড়ের কথা রয়েছে আইএমএফের। বাংলাদেশ ব্যাংকসূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক আমাদের সময়কে বলেন, আইএমএফের সঙ্গে

আজ (মঙ্গলবার) সমাপনী বৈঠক হয়েছে। আমাদের যে বায়োলেটারেল অ্যাগ্রিমেন্টগুলো, তার সবগুলোতে আমরা একমত হয়েছি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আইএমএফ থেকে আগামীকাল (বুধবার) পৃথক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে। ঋণের কিস্তি ছাড় নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, আমরা অবশ্যই ঋণের তৃতীয় কিস্তি পেতে আশাবাদী। চলতি মাসে আইএমএফের বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। ওই মিটিংয়ে এটা অনুমোদন হবে। বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইএমএফের বিভিন্ন বিষয়ে যেসব পর্যালোচনা ছিল, সেটা আমাদের জানিয়েছে। আমরা বেশির ভাগ শর্তই পূরণ করতে পেরেছি। কোনটা পেরেছি, কোনটা পারিনি, কেন ফেল করেছি- এই জিনিসগুলো আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

গত বছরের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের অনুকূলে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের অনুমোদন করে আইএমএফ। এরই মধ্যে দুটি কিস্তির অর্থ পেয়েছে বাংলাদেশ। এখন তৃতীয় কিস্তির জন্য গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শর্তের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করছে সফররত মিশন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক বৈঠকে সফররত প্রতিনিধি দলটি গত কয়েক দিনে তাদের শর্তপূরণের অগ্রগতি জানার চেষ্টা করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, নিট রিজার্ভ ও রাজস্ব আদায় ছাড়া বেশির ভাগ শর্তপূরণ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। এ জন্য তৃতীয় কিস্তির অর্থ যথাসময়ে ছাড়ের ব্যাপারে আশাবাদী সরকার।

জানা যায়, আইএমএফের তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য প্রাথমিকভাবে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রিজার্ভে বড় ধরনের উন্নতি না হওয়ায় বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তা কমিয়ে ১৭ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা হয়। তারপরও এ লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। এদিকে এদিকে চতুর্থ কিস্তির জন্য আগামী জুন নাগাদ নিট রিজার্ভ ২০ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হবে। তবে বর্তমানে দেশে নিট রিজার্ভ রয়েছে ১৫ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে। তাই আগামী জুনের মধ্যে নিট রিজার্ভ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ১৮ বিলিয়নে করতে সম্মত হয়েছে আইএমএফ।

এদিকে গত কয়েক দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে রিজার্ভ বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা খেলাপি ঋণ কমানো, সুদহার ও ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করাসহ বিভিন্ন শর্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চায় দাতা সংস্থাটির সদস্যরা। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যাংক খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে একটি পথনকশা ঘোষণা করা হয়। এতে খেলাপি ঋণ কমানোসহ মোট ১৭টি কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে খেলাপি ঋণ ৮ শতাংশের নিচে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য মন্দ ঋণ অবলোপন করার সময় এক বছর কমিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে দুই বছর মন্দ মানে শ্রেণীকৃত যে কোনো ঋণই অবলোপন করা যাবে। এতে ব্যাংক খাতে ৪৩ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ কমবে।

অন্যদিকে খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে খেলাপি ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সময় কমিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে কোনো মেয়াদি ঋণের কিস্তি বা এর অংশবিশেষ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের পর থেকে ছয় মাস পর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এসব ঋণের কিস্তি বা কিস্তির অংশবিশেষ পরিশোধের নির্ধারিত দিন থেকে পরবর্তী ৩ মাস পর মেয়াদোত্তীর্ণ হবে। এক্ষেত্রে সময় কমানো হয়েছে ৩ মাস। আগামী বছরের ৩১ মার্চ থেকে তা পরিশোধের নির্ধারিত দিনের পরদিন থেকেই মেয়াদোত্তীর্ণ হবে। বৈঠকে প্রতিনিধি দলটি ঋণের সুদহারের স্মার্ট পদ্ধতি তুলে দিয়ে শিগগিরই তা পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করা এবং রেপোর আওতায় ব্যাংকগুলোকে দৈনিক ভিত্তিতে ধার দেওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে। সেই সঙ্গে ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালুর ওপর জোর দিয়েছে।

এ ছাড়া ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে আন্তর্জাতিক আর্থিক রিপোর্টিং মান বা আইএফআরএস অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার শর্ত আছে। এটা জুনের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ২০২২ সালের জুলাইয়ে আইএমএফের কাছে ঋণের আবেদন করেছিল বাংলাদেশ। এর ছয় মাস পর গত বছরের ৩০ জানুয়ারি ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের অনুমোদন করে দাতা সংস্থাটি। আইএমএফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৬ সাল পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে মোট সাত কিস্তিতে এ অর্থ ছাড় হবে। এরই মধ্যে দুটি কিস্তির অর্থ পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি প্রথম কিস্তি হিসেবে ৪৭ কোটি ৬৩ লাখ ডলার এবং ডিসেম্বর দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ৯৮ লাখ ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ।

প্রথম আলো

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১১

অর্থসংকটে এডিপির আকার বাড়ছে ২ হাজার কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

অর্থসংকটের কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার খুব একটা বাড়ানো হচ্ছে না। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপির আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি থেকে মাত্র ২ হাজার কোটি টাকা বাড়ছে আগামী এডিপির বরাদ্দ। এই বৃদ্ধি শতাংশের হিসাবে ১ শতাংশেরও কম। আগামী এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগামী এডিপিতে ১ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা স্থানীয় উৎস থেকে দেওয়া হবে। চলতি অর্থবছরে মূল এডিপিতে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে স্থানীয় মুদ্রায় আগামী এডিপিতে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে ৪ হাজার কোটি টাকা। স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ কমানোর ঘটনা এবারই প্রথম ঘটতে যাচ্ছে।

এ ছাড়া আগামী এডিপিতে প্রথমবারের মতো বিদেশি সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্য ১ লাখ কোটি টাকা স্পর্শ করতে যাচ্ছে। চলতি এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৯৪ হাজার কোটি টাকা। গতকাল মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বর্ধিত সভায় আগামী অর্থবছরের এডিপির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনামন্ত্রী আবদুস সালামের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেখানে আগামী অর্থবছরের এডিপি পাস হওয়ার কথা রয়েছে।

আগামী এডিপির আকার প্রসঙ্গে বড় অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সচিব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান প্রথম আলোকে বলেন, অর্থনীতির বর্তমান সময়ে কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। তাই এডিপির আকার বড় করা যাচ্ছে না। এমনকি আগের বছরের চেয়ে স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এডিপির আকার বাড়ানোর মতো সরকারের যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য নেই। রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১০-১২ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গত এপ্রিল মাসে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক অনুষ্ঠানে সংস্থাটির সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছিলেন, রাজস্ব বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে একটি টাকাও দিতে পারছি না। ঋণ নিয়ে এত মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর প্রতিফলন নেই। এত কিছু করলাম, কিন্তু মানুষ সুবিধা পেল না কেন?' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষা খাতে এখনো জিডিপির ২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য খাতে ১ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ বাড়াতে পারিনি।'

শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কম, রাস্তাঘাট-বিদ্যুতে বেশি

আগামী অর্থবছরের এডিপিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ তেমন একটা বাড়ছে না। কিন্তু পরিবহন ও যাতায়াত এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি—এই দুটি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সরকারের অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় এই দুটি খাতে এডিপির যত বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। অথচ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চেয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে কম বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। অথচ এই দুটি খাতেই পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। আগামী এডিপিতে সর্বোচ্চ প্রায় ২৭ শতাংশ বা ৭০ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আগামী বছর এডিপির ১৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার কথা ছিল এ খাতে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পাচ্ছে ৪০ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা, যা মোট এডিপির সাড়ে ১৫ শতাংশ।

আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত এডিপিতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ৩১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা বা মোট এডিপির প্রায় ১২ শতাংশ। কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতে মোট এডিপির সাড়ে ১৬ শতাংশ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছিল। অন্যদিকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে মোট এডিপির ১১ শতাংশ বরাদ্দের কথা থাকলেও আগামী এডিপিতে মিলছে মাত্র ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ২০ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী অর্থবছরের এডিপিতে মোটাদাগে ১৫টি খাত ৯৬ শতাংশের বেশি বরাদ্দ পাচ্ছে। পরিবহন ও যাতায়াত; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ছাড়া অন্য খাতগুলোর মধ্যে গৃহায়ণ খাতে ২৪ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে ১৭ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা; পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ খাতে ১১ হাজার ৮৯ কোটি টাকা, কৃষি খাত ১৩ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাচ্ছে।

সমকাল
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

দুই লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার নতুন এডিপি

আবু হেনা মুহিব

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন নীতি আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নতুন প্রকল্প গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প এবং এডিপি বা সংশোধিত এডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (এএমএস) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুধু এমন নতুন প্রকল্পকে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। বরাদ্দ প্রদান ও নতুন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে আমলে নেওয়া হয়নি। চলতি এডিপিতে বাস্তবায়নের ধীরগতির বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এসব কারণে নতুন এডিপির আকার তেমন বাড়ছে না।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের মূল এডিপির তুলনায় আগামী অর্থবছরের এডিপির আকার বাড়ছে মাত্র শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরও এ বৃদ্ধির হার ছিল কম, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যা ছিল ৯ দশমিক ২০ শতাংশ। অর্থাৎ আগামী অর্থবছরের এডিপি এই তিন অর্থবছরের মধ্যে সবচেয়ে কম হারে বাড়ছে। নতুন এডিপির আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের মূল এডিপির আকার ছিল ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য সংশোধিত এডিপিতে যা কমে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকায়। চলতি অর্থবছরের মূল এডিপির চেয়ে মাত্র ২ হাজার কোটি টাকা বাড়ছে নতুন এডিপিতে। গতকাল সোমবার পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় নতুন এডিপির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের পক্ষ থেকে ২ লাখ ৭৬ লাখ ৪০ হাজার ২৪৬ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে (এনইসি) অনুমোদনের জন্য খসড়া এডিপি উপস্থাপন করা হবে। পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মলেন কক্ষে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নতুন এডিপিতে উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে আসা বিদেশি ঋণ-অনুদানের পরিমাণ বাড়ছে। প্রকল্প ঋণ ও অনুদান হিসেবে থাকছে ১ লাখ কোটি টাকা, যা প্রস্তাবিত এডিপির মোট বরাদ্দের প্রায় ৩৮ শতাংশ। চলতি এডিপিতে এ উৎসের বরাদ্দ ছিল ৯৪ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য সংশোধিত এডিপিতে তা ৮৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় নেমে আসে। অর্থাৎ, সংশোধিত এডিপির তুলনায় বাড়ছে ১৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বা প্রায় ২০ শতাংশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এডিপি প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে, বরাদ্দ দেওয়া অর্থও খরচ করা সম্ভব হয় না। ব্যবস্থাপনা সমস্যা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ আরও কিছু কারণে উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে শেষ হচ্ছে না। এটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। রাজস্ব আয়ও তেমন বাড়ানো যাচ্ছে না। ফলে অর্থ সংকটের মধ্যে এডিপিতে বাস্তবায়ন অযোগ্য বরাদ্দের যুক্তি থাকতে পারে না।

সূত্র জানায়, সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খসড়া এডিপি তৈরি করা হয়েছে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, রপ্তানি আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। নতুন এডিপিতে প্রকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন কিছু নির্দেশনা দেয় গত মার্চে। এতে বলা হয়, নতুন প্রকল্প নেওয়ার চেয়ে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় একান্ত অপরিহার্য এবং উচ্চ অগ্রাধিকার না হলে সরকারি অর্থায়নে নতুন প্রকল্প নেওয়া যাবে না। প্রস্তাবিত এডিপির খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ৭০ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। দ্বিতীয় বড় বরাদ্দ ৪০ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা পাচ্ছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিভাগ। এর পরের অবস্থানে থাকা শিক্ষা খাত পাচ্ছে ৩১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা।

প্রথম আলো

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১১

দেশে প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে এক দশক ধরে খেলা চলছে

মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক বক্তৃতা

ইআরএফ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে একক বক্তা ছিলেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে চার ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

বক্তব্য দেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল ঢাকার পুরানা পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে। প্রথম আলো

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে এক দশক ধরে খেলা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, একটা সূচক নিয়ে খেলা করলে তা কারও (অন্য সূচক) পক্ষে যায়, কারও বিপক্ষে। এ কারণে অন্য সূচকও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কর-জিডিপির হার। এটি আর বাড়তেই পারছে না। দেবপ্রিয় বলেন, প্রবৃদ্ধির হার ভালো থাকলে বিনিয়োগ ও রাজস্ব আয় যেমন ভালো থাকে, কর্মসংস্থানও ভালো হয়। কিন্তু প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে এসব সূচকের মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজধানীর নয়াপল্টনে গতকাল মঙ্গলবার ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক বক্তৃতায় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। ইআরএফ কার্যালয়ে আয়োজিত 'সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও এগিয়ে যাওয়ার উপায়' শীর্ষক এ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে একক বক্তা ছিলেন দেবপ্রিয়। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস - এর সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ বক্তব্য দেন। সঞ্চালক ছিলেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস - এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত মোয়াজ্জেম হোসেনের সম্মানে এ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে ইআরএফ।

বক্তব্যের শুরুতেই দেবপ্রিয় ইআরএফের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দেশের প্রায় সব ইংরেজি দৈনিকে কাজ করেছেন মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ইংরেজি সাংবাদিকতার স্তম্ভ এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার স্থপতি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সুতা কাটা ঘুড়ির সঙ্গে তুলনা করে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে চার ধরনের ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করেন দেবপ্রিয়। এ ঘাটতির কারণেই জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয় বাড়ছে না। বাড়ছে না স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ। প্রবৃদ্ধি অনেকটা এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোয়িং চলার মতো। আর অতিমূল্যায়িত প্রকল্পগুলো হয়ে গেছে গলার কাঁটার মতো।

ডাল মে কুচ কালা হ্যায়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এত দিন গর্ব করা হতো—বিদেশি ঋণ নিয়ে কখনো খেলাপি হয়নি বাংলাদেশ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তেল আমদানির অর্থ পরিশোধ করা যাচ্ছে না। বিদেশিরা নিতে পারছে না মুনাফা। এয়ারলাইনস ব্যবসায়ীরা অর্থ পাচ্ছে না। তার মানে গর্বের জায়গায় ফাটল ধরে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের ভিত্তিতে কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে অনেকটা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' । এ আলো তারা সহ্য করতে পারছে না। কারণও আছে। আলো শুধু আলোই দেয় না, তাপও দেয়। তার মানে সেখানে 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়' ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগে তথ্য-উপাত্তের নৈরাজ্য ছিল, এখন হয়েছে অপঘাত। তথ্যের অপঘাতে বাংলাদেশ ব্যাংকেরই সুনামহানি হচ্ছে।

নীতি-নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে

দেশের নীতি-নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রশ্ন রাখেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা দেওয়ার পরও একটি ব্যাংকের মালিকানা কীভাবে বদল হয়ে যায়? তিনি বলেন, এমনকি নীতি ব্যাখ্যা করার জন্যও কাউকে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া আছে নীতি সমন্বয়ের অভাব ও সমন্বয়হীনতা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা। পাশাপাশি মুদ্রানীতি ও আর্থিক নীতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা রয়েছে। এগুলো দূর করতে হবে এবং মুদ্রা বিনিময় হার ও সুদহারে আনতে হবে নমনীয়তা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা করে দেবপ্রিয় বলেন, এ ধরনের কাজ তখনই হয়, যখন বহুবাদ বা গণতন্ত্র উঠে যায়। উর্দি পরা ও উর্দিবিহীন আমলারা এগুলো করেন। কারণ, তাঁরা মানুষের সামনে জবাবদিহি করতে ভয় পান।

নয়া দিগন্ত

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-১২

আমদানির ৫ বিলিয়ন ডলার দায় শোধ করতে পারছে না বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা

- বাংলাদেশ ব্যাংকে 'ডাল মে কুচ কালা হে' : ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
- তথ্যের অপঘাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনামের হানি হচ্ছে

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না উল্লেখ করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বাংলাদেশ এতদিন গর্বের সঙ্গে দাবি করতো যে দেনা পরিশোধে কখনো খেলাপি হয়নি। সে দাবি এখন আর থাকছে না। ঋণ পরিশোধ করতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জ্বালানির বিল, বৈদেশিক কোম্পানির মুনাফা, বিদেশী এয়ারলাইন্সের পাওনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫ বিলিয়ন ডলার যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।'

এসব তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক দেয় উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ। তার মানে সেখানে 'ডাল মে কুচ কালা হে' । এখন এটা কি মসুর ডাল নাকি মুগ ডাল নাথকি সব জায়গাতেই ডাল- এটাই এখন বোঝার বিষয়।

বর্তমানে সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিরা তথ্য পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন ব্যবসায়িরা- এই মন্তব্য করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় আরো বলেন, এতদিন তথ্যের নৈরাজ্য চলছিল, এখন অপঘাত ঘটছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তা কী বার্তা দিচ্ছে। এখন ওখানে এমন কিছু ঘটছে তা যদি জনসমক্ষে প্রকাশ পায় তাহলে বড় ধরনের 'নাশকতা' হয়ে যাবে। এই নাশকতাকারীরা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা!

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেনের স্মরণে 'মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয়। তিনি দেশের সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ব্যাংকিং খাতসহ সামগ্রিক আর্থিক খাতের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

ইআরএফ-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ এবং ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা।

তথ্য লুকাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সেখানে সাংবাদিক প্রবেশ করতে দিচ্ছে না উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের একটা গর্ব ছিল, বিদেশী ঋণ নিয়ে আমরা কখনো খেলাপি হইনি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তেল আমদানি করে আমরা অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না। দেশে ব্যবসা করা বিদেশীরা মুনাফা নিতে পারছে না। এয়ারলাইন্স ব্যবসায়ীরা অর্থ পাচ্ছে না। তার মানে গর্বের জায়গায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক দেয়। সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দেশ এখন এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের দিকে যাচ্ছে। সরকার ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ বলছে। এই সময় 'তথ্যের নৈরাজ্য' সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক বলে মন্তব্য করেন সিপিডির এ সম্মানীয় ফেলো।

একদিকে তথ্য লুকিয়ে রাখা হবে, আরেক দিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চিন্তা করা হবে, এ দুটি সাংঘর্ষিক বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অভিযোগ করে বলেন, জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা তথ্য পাচ্ছেন না; কিন্তু ব্যবসায়ীরা পাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের তথ্য দেয়া হলে বাজারে প্রভাব পড়ে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।

তথ্যের অপঘাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনামের হানি হচ্ছে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, 'তথ্য-উপাত্তের বড় উৎস বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যের আগে রফতানি-আমদানিসহ আর্থিক সূচকের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম আমরা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তথ্য কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না; ব্যবসায়ীরা তথ্য পাচ্ছে অথচ সাংবাদিকরা পাচ্ছে না।'

দেশের নীতি নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে মনে করে তিনি বলেন, নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য কাউকে পাওয়া যায় না। দেশে নীতি সমন্বয়ের অভাব আছে, এ সমন্বয়হীনতা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা দেয়ার পরও একটি ব্যাংকের মালিকানা বদল হয়ে গেল কেন- প্রশ্ন রাখেন দেবপ্রিয়।

বর্তমান অর্থনীতি পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন 'মুদ্রানীতি ও আর্থিকনীতি সমন্বয় করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা রয়েছে। এটা দূর করতে হবে। একইভাবে মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদহারেও নমনীয়তা আনতে হবে।'

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এখন শোনা যাচ্ছে রেমিট্যান্সের টাকা দিয়ে স্থানীয় শিল্প মালিকরা বিদেশে শিল্পের কাঁচামাল কিনছেন। এভাবে ২ বা ৩ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে রেমিট্যান্স বাড়ানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে আরো নমনীয় হতে হবে। সুদহারেও নমনীয়তা আনতে হবে। মুদ্রানীতি ও আর্থিকনীতি সমন্বয় করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা রয়েছে, সেটা দূর করতে হবে অর্থনীতির স্বার্থে।'

তিনি বলেন, 'দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে চারটি ঘাটতি রয়েছে। ফলে জিডিপির আনুপাতিক হারে রাজস্ব আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো যাচ্ছে না। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোয়িংয়ের চলার মতো। সরকারের বিনিয়োগ থেকে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না। আমাদের দ্বিতীয় ঘাটতি হলো রাজস্ব আয়ে। জিডিপি বাড়লেও আনুপাতিক হারে রাজস্ব আয় বাড়ানো যাচ্ছে না। আবার বিনিয়োগ বাড়ানো যাচ্ছে না স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে। অতিমূল্যায়িত প্রকল্প গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন স্মরণে তিনি বলেন, ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সদ্যপ্রয়াত সম্পাদক এএইচএম মোয়াজ্জেম হোসেন পুরোপুরি পেশাদার ও পরিশুদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন। সততা, নৈতিকতার সঙ্গে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনভাবে সবসময় দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থনীতির সাংবাদিকতার পুরোধা ছিলেন তিনি।

যুগান্তর
সত্যের সন্ধানে নিরন্তর THE DAILY JUGANTOR
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

যুগান্তরকে বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি

আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে বাজেট ভয়ংকর হবে

কাস্টমস-ভ্যাটের হয়রানি অব্যাহত থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হতে বাধ্য * নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি

সাদ্দাম হোসেন ইমরান

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ঋণের শর্ত হিসাবে কর অব্যাহতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে বলেছে। এই শর্ত পূরণে আলাপ-আলোচনা ছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ঢালাওভাবে কর অব্যাহতি তুলে দেওয়া হলে তা স্থানীয় শিল্পের জন্য ভয়ংকর হবে। আইএমএফের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বাজেটে রাজস্ব নীতি গ্রহণ যৌক্তিক হবে না। যুগান্তরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন নিটপণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমএই) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। সাক্ষাৎকার নিয়েছে স্টাফ রিপোর্টার সাদ্দাম হোসেন ইমরান

যুগান্তর : ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণে বাজেটে কী পদক্ষেপ থাকা উচিত?

মোহাম্মদ হাতেম : ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। মোটা দাগে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য জ্বালানি সংকট দূর করে নিরবচ্ছিন্ন জালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ম্যান মেইড ফাইবারের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কর প্রত্যাহার করতে হবে। সর্বোপরি আমদানি ও রপ্তানির সব স্তরে কাস্টমসের জটিলতা দূর করে হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই। শুধু নামকাওয়াস্তে নয়, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত অর্থে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখতে আইনি সংস্কার জরুরি। রাস্তাঘাটে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি শিল্পের মালামাল বহনকারী গাড়ি আটকানো এবং জরিমানার বিধান থাকতে হবে বাজেটে। ডলারের দামের ওঠানামা বন্ধ ও সুদ হার স্থিতিশীল রাখতে হবে।

যুগান্তর : আইএমএফের পরামর্শে কর অব্যাহতি কমিয়ে আনার পরিকল্পনা থাকছে বাজেটে। এতে স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা?

মোহাম্মদ হাতেম : আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থাই চায় না বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক বা দেশীয় শিল্প বিকশিত হোক। তারা চায় ঋণের ফাঁদে ফেলে বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির করে রাখতে। যেমন সামান্য ঋণের বিনিময়ে আইএমএফ শিল্পের কর অব্যাহতি তুলে দেওয়া বা জ্বালানির ভর্তুকি কমিয়ে আনার মতো শর্ত দিয়েছে। বাংলাদেশকেই ঠিক করতে হবে, শর্ত কতটুকু মানা হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ নির্বাচনের আগেও এক পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সুষ্ঠু-শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিয়ে সাহকিতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং দেশের জনবিরোধী ও শিল্পায়নবিরোধী আইএমএফের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মানা ঠিক হবে না।

যুগান্তর : ভর্তুকি কমিয়ে আনতে সরকার জ্বালানির দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এতে শিল্পে কেমন প্রভাব পড়বে?

মোহাম্মদ হাতেম : জ্বালানির ভর্তুকি কমানোর জন্য দাম বাড়াতে হবে, এ পদ্ধতির সঙ্গে শিল্প মালিকরা একমত নয়। দাম না বাড়িয়েও সিস্টেম লসের নামে চুরি বন্ধ করা হলে বিদ্যুৎ-গ্যাসের ভর্তুকি কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া ক্যাপাসিটি চার্জের নামে কুইক রেন্টালকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেওয়ার মতো বিলাসিতা করার অবস্থায় বাংলাদেশ এখন আর নেই। অতি সত্বর ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া বন্ধ করা উচিত। তাছাড়া সরকার তো শিল্প খাতে ভর্তুকি দিচ্ছে না। জ্বালানির দাম সবচেয়ে বেশি শিল্প খাতে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইএমএফের প্রেসক্রিপশনের জ্বালানির দাম বাড়ানো হলে তা শিল্পের জন্য আত্মঘাতী হবে।

যুগান্তর : সুদহার বাড়ছেই। এতে রপ্তানিমুখী প্রতিযোগী সক্ষমতায় প্রভাব ফেলছে কিনা? বাজেটে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ থাকতে পারে?

মোহাম্মদ হাতেম : ব্যাংক খাতের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ঋণের সুদের হারে লাগামহীনভাবে বাড়ছে। ব্যাংকগুলো এখন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা না করে সরকারকে ঋণ দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। কিছুদিন আগে স্মার্ট পদ্ধতির ঋণের সুদহার নির্ধারণ করা হতো। এ পদ্ধতি করা হয়েছে, বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুদের হার ওঠানামা করবে। কিন্তু স্মার্ট (ঋণের সুদ নির্ধারণের পদ্ধতি) কারণে সুদহার শুধু বেড়েছেই। এখন আবার সুদহার বাজারভিত্তিক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ অবস্থায় সুদহার কোথায় যাবে একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন। সুদহার বৃদ্ধিসহ নানা কারণে যারা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের জন্য বাজেটে সেফ এক্সিট পলিসি প্রণয়ন করা উচিত এবং সেখানে বরাদ্দ রাখা উচিত।

যুগান্তর : বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ নেই। তারপরও কাস্টমসে রপ্তানিমুখী শিল্পের হয়রানির অভিযোগ শোনা যায়। এর কারণ কী?

মোহাম্মদ হাতেম : কাস্টমসের হয়রানি চরমে পৌঁছেছে। এনবিআরের প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট নানা কায়দায় হয়রানি করছে। যেমন বর্তমানে চট্টগ্রাম কাস্টমস রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে স্বর্ণ মাপার নিক্তি (ডিজিটাল স্কেল) দিয়ে তৈরি পোশাক ওজন করছে। ওজনে সামান্য হেরফের হলে মিথ্যা ঘোষণার অভিযোগে মোটা অঙ্কের জরিমানা তো করছেই, সঙ্গে মানি লন্ডারিং মামলার হুমকি দিচ্ছে। আবার অনেক রপ্তানিকারকের মাল আটকে দিচ্ছে ব্র্যান্ডের পোশাক রপ্তানি করা যাবে না-এ অজুহাত। কাস্টমসের কাজ কী কোনো রপ্তানি পণ্য মনিটরিং করা। পৃথিবীর অনেক দেশ বাংলাদেশকে ডাম্পিং স্টেশনে পরিণত করেছে, সে বিষয়ে তো কাস্টমসকে ভূমিকা নিতে দেখেনি। তখন তারা দোষ চাপায় আমদানি নিতে আদেশের ওপর, আর সরকারের অন্য সংস্থার ওপর। কাস্টমস-ভ্যাটের অত্যাচারে শিগগিরই বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা আর থাকবে না, সব বন্ধ হয়ে যাবে।

যুগান্তর : ভ্যাটের হয়রানির সম্পর্কে বলুন?

মোহাম্মদ হাতেম : ভ্যাটে অডিটের নামে, রাস্তায় গাড়ি আটকে চালান দেখার নামে হয়রানি বেড়েই চলেছে। এগুলো দেখার কেউ নেই। রপ্তানিমুখী শিল্প ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অডিট রিপোর্ট নিয়ে কেনাকাটার বিপরীতে ৫০ কোটি, ৬০ কোটি টাকার দাবিনামা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কাজ ব্যবসা করা, নাকি এনবিআরের পক্ষে ভ্যাট আদায় করা। সম্প্রতি এক ব্যবসায়ীর দুই প্রতিষ্ঠানকে ৬০ কোটি টাকা দাবিনামা পাঠানো হয়েছে, ওই ব্যবসায়ী বছরে ৪৫০ কোটি টাকার মতো রপ্তানি করেন। অর্থাৎ ১৪ শতাংশের কাছাকাছি ভ্যাট দাবি করা হয়েছে। আবার রাস্তায় রাস্তায় ভ্যাটের অফিসাররা রপ্তানিমুখী শিল্পের গাড়ি আটকিয়ে চালানপত্র দেখতে চাচ্ছেন। রপ্তানিমুখী শিল্পকে বিকশিত করতে চাইলে এ ধরনের হয়রানি বন্ধ করতেই হবে। এভাবে চলতে থাকলে বেশিদিন লাগবে না, এ ব্যবসা অন্য দেশে চলে যেতে। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করতে ভ্যাট-কাস্টমসের হয়রানির যথেষ্ট।

যুগান্তর : আয়করে রপ্তানিমুখী শিল্পে সমস্যা আছে কিনা?

মোহাম্মদ হাতেম : শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আদায় করা হয়। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই কর আদায় করা হয় কিনা তা আমার জানা নেই। এআইটি আদায় করা হলেও পরবর্তীতে রপ্তানিমুখী শিল্পে সেটি সমন্বয় করা হয় না। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এনবিআর সেই পথ বন্ধ করে রেখেছে। কেন এটি করা হয়েছে, তার জবাব কারও কাছে নেই। এআইটি তৈরি পোশাক খাতের জন্য আতঙ্ক বলা চলে। আবার রপ্তানির বিপরীতে উৎসে কর আদায় করা হয়। আগে দশমিক ৫ শতাংশ আদায় করা হলেও এখন ১ শতাংশ আদায় করা হয়। এ করকে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিবেচনা দাবি দীর্ঘদিন জানিয়ে আসলেও এনবিআর কোনো কর্ণপাত করছে না। উলটো অ্যাসেসমেন্টের নামে উৎকোচ গ্রহণের পথ খোলা রাখা হয়েছে।

যুগান্তর : কর আদায় বাড়াতে এনবিআর কী উদ্যোগ নিতে পারে?

মোহাম্মদ হাতেম : এখন যারা ভ্যাট-ট্যাক্স দেন, শুধু তাদের কাছ থেকেই ভ্যাট-ট্যাক্স আদায় করা হয়। আর যারা ভ্যাট-ট্যাক্স দেন না, তাদের দিকে এনবিআরের মনোযোগও নেই। যত জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন শুধু যারা ভ্যাট-ট্যাক্স দেন তাদের ওপর। এর অবশ্য কারণও আছে। এনবিআর কখনোই কষ্ট করে রাজস্ব আদায় করতে হবে, এমন কৌশল নেয় না। প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়ছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যবসায়ীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা। করজাল বাড়ানোর মাধ্যমেই শুধু করের বোঝা লাঘব করা সম্ভব, সেটি এনবিআরও জানে। কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেয় না। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের সম্ভাবনাময় এলাকা থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়ে এনবিআরকে মনোযোগী হতে হবে।

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

Tk 2.65 trillion ADP estimated for FY ’25

Foreign aid to contribute Tk 1.0 trillion

FHM HUMAYAN KABIR |

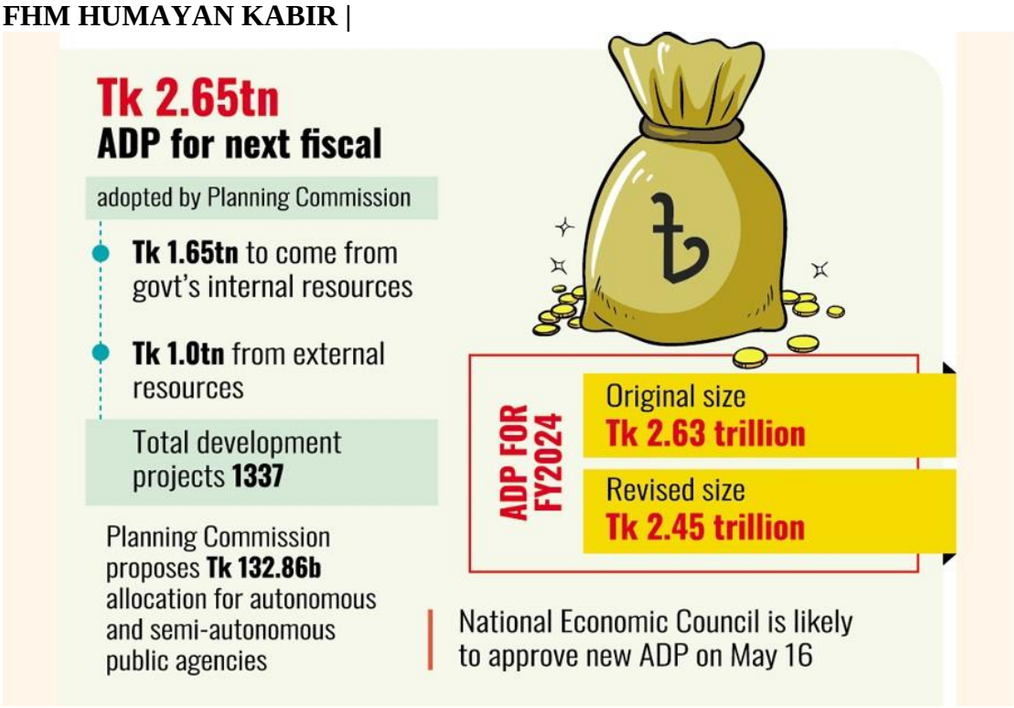

A bit expansionary Tk 2.65 trillion worth of Annual Development Programme (ADP) is estimated for the next fiscal year for "facilitating the country's development", officials said. The Planning Commission (PC) Tuesday drafted the Tk 2.65- trillion ADP, 0.76-percent higher than the original Tk 2.63 trillion ADP for the current FY2024 and 8.16 per cent up from the Tk 2.45 trillion revised ADP (RADP).

The PC, in a meeting of its extended committee, headed by the Planning Minister, approved the ADP for the upcoming fiscal year (FY) 2024-25. In addition, the PC has proposed a Tk 132.86-billion allocation for the autonomous and semi-autonomous public agencies in the upcoming development budget.

"We've finalised the ADP from our side on Tuesday. It will be approved at the next NEC meeting," said a senior PC official. The National Economic Council is likely to meet on May 16.

Out of the drafted Tk 2.65-trillion ADP outlay for the next fiscal, the PC has proposed Tk 1.65 trillion to come from government's internal resources while Tk 1.0 trillion from external resources or project aid. The PC extended committee has recommended fund allocation to 1337 development projects for the next fiscal.

Like in previous times, the transport communications sector is also going to get the biggest slice of the ADP cake-Tk 706.88 billion, accounting for 26.67 per cent of the total ADP outlay in the upcoming fiscal. Power and energy sector is in the second position while the education sector in the 3rd and housing and community sector 4th position in the Tk 2.65- trillion ADP. The ADP is part of the national budget under which the government implements development projects every year for facilitating economic growth of the country. Another PC official says they set aside Tk 99.58 billion as block allocations in the upcoming ADP, including Tk 63.28 billion for 'special development needs'.

kabirhumayan10@gmail.com

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

ADP to see record foreign funds next fiscal year

REJAUL KARIM BYRON and ASIFUR RAHMAN

Amid the crisis of dollars, the next Annual Development Programme will have a record Tk 1 lakh crore allocation from foreign funds. According to a planning ministry proposal, the ADP allocation will by Tk 2,65,000 crore, an increase of only 0.76 percent. Of the amount, the government fund will be Tk 1,65,000 crore, a decrease by 2.37 percent, while foreign fund allocation will rise by 6.38 percent. The next ADP was finalised yesterday at a meeting presided over by Planning Minister Abdus Salam. It will be placed for approval at the national economic council meeting on May 16.

As part of an austerity measure, government funding for ADP will be lower in the 2024-25 budget, compared to the allocation set in the 2023-24 budget. In most years, government funding in ADP rises. The government is focusing on utilisation of foreign funds in projects to increase the availability of foreign currency in the market. The foreign currency reserve, now around $20 billion, has been dwindling since 2022. In the ADP, the transportation and communication sectors will get the highest allocation -- Tk 75,944 crore (26.67 percent) -- followed by the power and energy sector -- Tk 44,393 crore (15.38 percent).

Education will get 11.10 percent, housing and community facilities 9.38 percent, health 7.80 percent, local government and rural development 6.79 percent, agriculture 4.99 percent, and environment 4.18 percent. Of education's Tk 29,889 crore, the Primary Education Development Project will get Tk 11,055.97 crore, the highest for a project. The top 10 projects will get around 20 percent of the ADP allocation. Of them, the government has plans to commission a unit of Rooppur Nuclear Power Plant by March next year.

Under Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Metrorail Line-1), a depot is being developed in the Pitalganj area of Narayanganj. It will have an underground portion from Airport to Kamlapur and an elevated portion from Natun Bazar to Purbachal. Padma Railway Link project will be done before June 2025. In the next fiscal year, Dhaka airport extension project, canal development on both sides of Kuril-Purbachal link road, Ashrayan-2 project, Installation of Single Point Mooring (SPM) project, Purbachal New Town (Yousufganj) Project, and Dhaka-Chattogram main power grid strengthening project will be complete.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B1

Economic crisis may deepen in 2026

Debapriya Bhattacharya says

Recommendations

- Protect cottage, micro, small and medium enterprises
- Ensure food safety
- Increase the number of warehouses for food
- Make public the three crore beneficiaries of govt OMS
- Expand OMS sales to upazila level
- Reduce bank loan interest rates
- Ensure more integration between monetary policy and fiscal policy

STAR BUSINESS REPORT

The economic crisis in Bangladesh may deepen in 2026 as the government will have to shell out large sums for foreign debt management and to repay loans borrowed from local banks, a noted economist said yesterday. Debapriya Bhattacharya, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), had earlier predicted that the country would be in trouble in 2024 for an increase in loan repayments by the government.

And that has materialised as, in the July-March period of this fiscal year, Bangladesh's foreign debt servicing surged by 49 percent year-on-year, as per the Economic Relations Division. This was driven by spiralling interest payments, which crossed the $1 billion mark for the first time. Similarly, the country will face a severe crisis in 2026 as the government has availed a significant amount of loans from foreign lending agencies and local banks which it will have to repay, said Bhattacharya.

As of December 2023, Bangladesh's external debt stood at $79.6 billion. This figure was approximately 13.7 percent of the nation's gross domestic product of fiscal year 2022-23. Bhattacharya added that private sector loans from foreign sources would push up the total external debt even higher. Of the total borrowing, 20 percent is foreign debt, and more than twice that has been taken either from local banks or by printing money, he added.

He also reminded that such loans would need to be repaid in US dollars, which have been in short supply in Bangladesh in recent times. Bhattacharya was speaking at the first Moazzem Hossain commemorative lecture on "macroeconomic challenges and way forward" organised by Economic Reporters' Forum (ERF) at its office in Dhaka. Bangladesh used to boast about never having failed to repay loans in a timely manner, but that point of pride had been compromised when the country could not timely pay a $5 billion import bill for petroleum, said Bhattacharya. Moreover, foreign investors cannot repatriate profits due to the shortage of US dollars in the banking system and many foreign airlines cannot take back their earnings from ticket sales due to the dollar crisis, he said. He added that all such information used to come to the media from Bangladesh Bank, where journalists used to regularly go. This is why journalists were recently restricted from entering the central bank, he said.

The central bank's restrictive measures have raised suspicions, said Bhattacharya, adding that the move was pre-emptive and in conflict with the government's vision for a "Smart Bangladesh". Commenting on economic growth, he said although it has gradually started slowing down, the country's estimates do not match up with the major factors that should play a role. For instance, the current economic growth cannot be attributed to the inflow of investments and loans or import of capital goods. Yet, economic growth is taking place, he said. Moreover, it is not yielding any additional income tax, he said.

Bhattacharya explained that this economic growth could be fostered solely by state investment in lieu of little private investment, which he likened to a plane operating with just one functioning engine. He also pointed out that the economic growth has not improved the tax-GDP ratio and such growth would not lead to more money being allocated to the education and health sectors. He also opined that overpriced mega projects would be a trap for Bangladesh. Bhattacharya suggested the government give more facilities to cottage, micro, small and medium enterprises, especially those in rural areas.

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 01

'Moazzem Hossain Commemorative Lecture'

Investment, employment, basic allocations disprove growth data

Debapriya says, also berates fiscal faults

FE REPORT |

Distinguished Fellow at the Center for Policy Dialogue Dr Debapriya Bhattachariya (Second from right) speaking at the Moazzem Hossain Commemorative Lecture on 'Macroeconomic Challenges and Way Forward' organised by the Economic Reporters Forum at its office in the city on Tuesday. On his right is Editor of The Financial Express Shamsul Huq Zahid — FE photo

Economic growth data in Bangladesh are like a 'threadless kite' that hardly match up with state of investment, employment and allocations for health and education, says an economist about macroeconomic mismatches he finds. Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD), made the observations at a 'Moazzem Hossain Commemorative Lecture' on Tuesday while making detailed deliberations on the country's economic and financial situation, including GDP, forex and development projects.

- Overvalued dev projects like a bone in throat
- Bangladesh Bank access restrictions meant for info holdback, may go in aid of 'syndicates'

He likened the country's GDP growth to a Boeing running with on single engine as it is "not aligned with other economic factors". On recent restrictions on entry to the Bangladesh Bank (BB) for journalists, Dr Bhattacharya said something is "fishy" in the central bank that prompts it to impose the ban.

"Market syndicates may get active taking advantages of non-availability of real-time import data in public domain as selective importers are controlling major commodities' import," he told his audience. Economic Reporters Forum (ERF) organised the commemorative lecture on 'Macroeconomic Challenges and Way Forward' at its office in honouring contribution of the late Hossain, who was founder editor of The Financial Express and former ERF President.

"The country is reeling through a state of lawlessness to blindness and then accidental injury," he said in his figurative speech. He recommends assessing country's debt sustainability that appears as a "challenge now dashing Bangladesh's long-established image on payback of loans". To exemplify financial crunch Dr Debapriya Bhattacharya points out that the government has sought two-year extension of the repayment period of the loan for Rooppur nuclear power plant while profit repatriation of foreigners facing obstacles and footing the airlines' fuel bills became irregular.

Such incidents of default on loans like the Rooppur one may appear again as the country may "fall into debt trap by 2026", he said on a note of precaution. Elaborating on his scepticism about data, the economist said, "Economic Relations Division (ERD) is designated to assess the debt sustainability but it can be questioned whether it is publishing real data or tampering with to satisfy politicians."

Incumbent editor of the FE Shamsul Huq Zahid also attended the programme and spoke on contribution of the late Hossain to developing economic reporting in the country. President of ERF Refayet Ullah Mirdha and General Secretary Abul Kashem also attended the programme.

"It seems that economic journalists' access to information may cause sabotage if transparency ensured," Mr Debapriya said about the BB access ban. He thinks such restriction on access to data contradicts government's vision of building up a smart Bangladesh.

"BB discloses dependable data compared to that of the other entities of the government. Such restriction may tarnish its image and may lead to multiple problems," he told the function of economic reporters, who have registered their grievances over the regulatory measure. He alleged lawmakers' inefficiency to act on the basis of realtime data available in ibas++. The economist finds fault in development financing as he said projects were adopted with overestimated, 'cut- throat' costs.

Further dwelling on the macroeconomic front Dr Debapriya said the size of budgets had not increased in real terms due to poor implementation and deficit in domestic revenue mobilisation against "unrealistic" targets. "Late Moazzem Hossain is missed at this point as his economic analysis was highly balanced." Dr Debapriya suggests direct tax collection shifting dependence on indirect taxes, efficient expenditure of taxpayers' money, cutting tax exemption cautiously from large businesses so that small and medium enterprises can sustain, upward revision of tax-free ceiling for individual taxpayers, focus on progressive taxation. Given the country's impressive crop yield this year, Dr Debapriya suggests that the government should build a food stock for ensuring food security of the country's vulnerable population. He also calls for making family cardholders' names public to ensure transparency of local representatives.

The CPD senior had a word of appreciation for an increase in the open- market-sale activity of the government for marginal-income group of people. On remittances, he said the rate of incentives at 2.0 to 3.0 per cent meant to check Hundi would not be effective unless the government ensured flexible rates of return and rates of interest. On recent change in the ownership of a bank, Dr Debapriya questioned if the liable parties would shoulder the burden of huge non-performing loan. He recommends that allocations on health and education must go up in the next budget by way of curbing waste of revenue and ensuring transparency.

doulotakter11@gmail.com

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B1

New entity wants to enter saturated insurance market

SUKANTA HALDER

Although there is an unusually high number of life insurance companies in Bangladesh and despite the fact that many of them are suffering from a lack of clients' trust, a new company has applied for a letter of consent to register as a life insurer. The proposed company named SafeLife Insurance sent the application to the Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) on March 24. The proposed chairman of the company is Sheikh Kabir Hossain, who is currently serving as chairman of Sonar Bangla Insurance Limited and Fareast Islami Life Insurance Company Limited. He is also the president of the Bangladesh Insurance Association, a platform for insurance companies in Bangladesh.

At present, there are 36 life and 46 non-life insurance companies in Bangladesh, which stands in stark contrast to just 24 life insurance companies in India, 10 in Pakistan, and 16 in Sri Lanka. However, despite the larger number of insurers, the average claim settlement ratio in Bangladesh lags far behind the global standard of around 97-98 percent. In India, the average claim settlement ratio stood at around 98.45 percent in fiscal 2022-23, according to media reports. But in Bangladesh, the ratio stood at a meagre 65.19 percent in 2023, according to data from the IDRA.

An expert said there are already more insurance companies in Bangladesh than necessary and that the country's economy was facing a challenging time on many fronts. For these reasons, the expert opined the application should be dismissed out of hand. According to its application, SafeLife Insurance aims to establish a life insurance company offering comprehensive coverage and financial security to individuals and families across the country. "Despite many compelling reasons, we believe the market is currently under-penetrated. Our steadfast conviction is that financial inclusion in the insurance sector can be further boosted through the digitalisation of products and offerings, strengthening governance, increasing transparency, and expanding to rural areas through education and awareness centre expansions," it added.

Sheikh Kabir Hossain told The Daily Star that they had not yet received any response from IDRA. Except a few companies, most life insurers are in a very bad condition at present, he said. "If I can start a new company, I can manage it properly. The people of the country will benefit from this," he added. Zahangir Alam, spokesperson of IDRA, told The Daily Star that they received the application but could not provide any information beyond that.

However, seeking anonymity, a senior official of the IDRA underlined the unofficial process.

First, verbal instructions are given to the IDRA from the Prime Minister's Office (PMO) before the issuance of a letter of consent for any new company. Afterwards, a summary about the company is sent from the IDRA to the Financial Institutions Division. Then, it is sent to the PMO. "But the PMO has yet to give any verbal instructions regarding this company," the official added. On condition of anonymity, the chairman of an insurance company said that 10-12 life insurance companies are in a very bad condition, with some on the brink of bankruptcy.

"It is very sad to ask for a letter of consent for the registration of another life insurance company," the chairman said, adding that if the IDRA did not take proper steps against weak companies and instead licenced another, it would not be good for the industry. "If we talk about compliance, then insurance companies are lagging far behind compared to banks," said Prof Md Main Uddin, a former chairman of the Department of Banking and Insurance at the Many "We do not see any signs that the new company will do well because it is being born at a very unfavourable time," Uddin added. The Daily Star attempted to contact Sheikh Kabir Hossain to get a further reply to the concerns voiced by experts in the sector, but he could not be reached.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B4

No commission or service fee for claim settlement

IDRA says in new Insurance Claims Management Guideline 2024

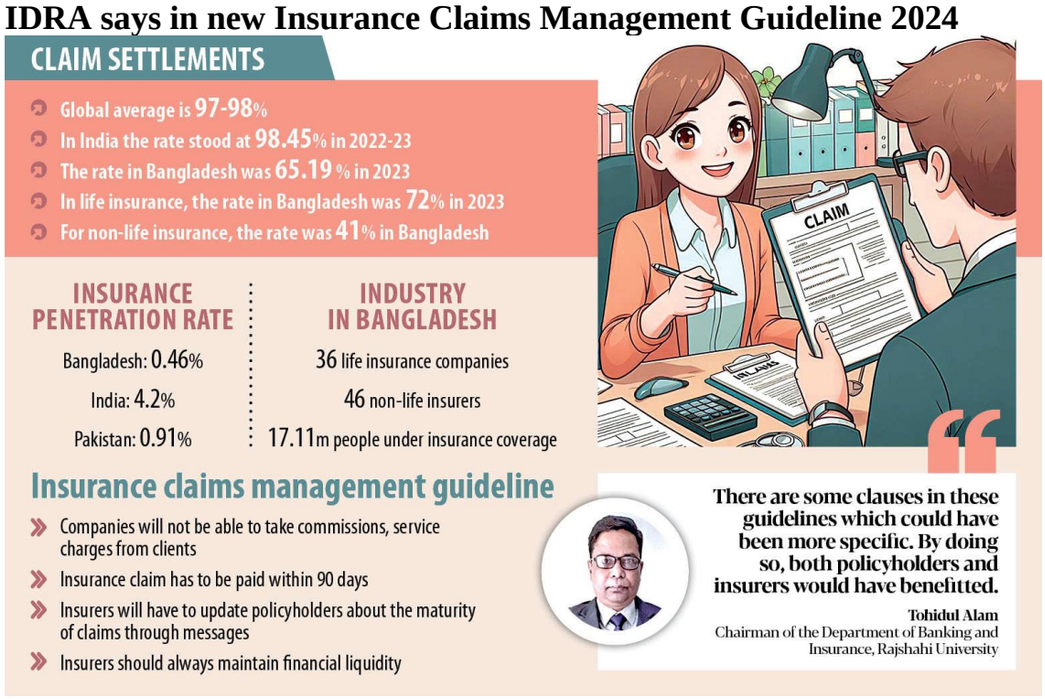

SUKANTA HALDER

Insurance companies in Bangladesh will no longer be able to charge policyholders for commissions or service fees while settling claims, according to the "Insurance Claims Management Guideline 2024". Insurers must ensure help desks and complaint boxes in their offices, form grievance redressal committees and strengthen internal audit activities, it said. They must also keep designated insurance claim management officials and introduce an online tracking system so that policyholders can view the progress in the settlement process against their claims, it said.

Insurers cannot ask for any document from policyholders other than those mentioned in the insurance contract and must become technologically adept and upload all their policies on the regulator's app, it added. The Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) issued the guidelines on April 28 to protect the interests of policyholders and ensure transparency and accountability in insurers' activities. Around 65.19 percent of all claims were settled in 2023, according to the IDRA, which is a far cry from the global average of 97-98 percent, according to media reports.

The Insurance Development and Regulatory Authority issued the guidelines on April 28 to protect the interests of policyholders and ensure transparency and accountability in insurers' activities

In Bangladesh, 72 percent of life insurance claims and 41 percent of non-life insurance claims were settled in 2023. The insurance penetration rate, which is measured as a ratio of total premiums collected to a country's gross domestic product, in Bangladesh stands at 0.46 percent whereas it stands at 4.2 percent and 0.91 percent in neighbouring India and Pakistan respectively. At present, there are 36 life insurance and 46 non-life insurance companies in Bangladesh, with around 17.11 million people currently under insurance coverage.

However, the guideline is vague in some aspects. For instance, it says that the board of directors must ensure the payment of insurance claims using "as few steps as possible". This guideline was formed to protect policyholders' interest, such as ensuring disbursement of claims as fast as possible and reducing paperwork and associated requirements for beneficiaries, Zahangir Alam, spokesperson of the IDRA, told The Daily Star. AKM Monirul Hoque, vice-president of the Bangladesh Insurance Association, said the regulator held consultations with them before formulating the guidelines.

However, it would have been better if this guideline had been formulated earlier, he said. To Tohidul Alam, a professor and chairman of the Department of Banking and Insurance of the Faculty of Business Studies at the University of Rajshahi, these guidelines are very timely. Customers will find it easier for their claims to be settled, he said. However, there are some clauses in these guidelines which could have been more specific. By doing so, both policyholders and insurers would have benefitted, he opined. For example, the guideline states that claims should be settled "without delay" in cases where an investigation is not required. But it does not specify which cases do not need investigations nor any timeframe for "without delay", he said.

Another clause states that insurers must maintain “liquid assets” to timely settle claims but does not specify the amount or even a percentage relative to the total amount of assets, added Alam.

In the case of banks, Bangladesh Bank has specifically mentioned the cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) that lenders have to maintain, he said. The CRR is the portion of customer deposits that commercial banks must keep as a reserve with the central bank to ensure that they do not run out of cash to meet the payment demands of their depositors. The SLR is the almost same, differing only by the fact that the reserve can be kept in the form of cash, gold or other securities. “The claim settlement ratio is low in Bangladesh as some insurers don’t clear a large part of the claims on time,” said Mohammad Jainul Bari, chairman of the IDRA, recently. “This is creating a bad image for the overall industry,” he said. To improve the claim settlement rate, the IDRA initiated some regulatory reforms and rolled out corporate governance and policyholder protection guidelines, he said.

A company’s licence was suspended and two companies are under special audit. Some other companies have been fined a large amount. “All of this has been done so that all other companies speed up settlements,” Bari said. The IDRA has even instructed some companies to sell properties and settle claims, he said. “However, the regulator alone can’t do everything for the development of the sector. The companies must have the desire to improve the situation,” he said. He added that if the mindset to serve people and do business honestly did not exist, problems would remain in the sector no matter how many laws the regulator enacts.

Dhaka Tribune
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B1

RMG makers speak out against NBR harassment

Ambassador Irma van Dueren of the Kingdom of the Netherlands praised Bangladesh's economic and sustainable development efforts, particularly leading the way in Leed-certified green RMG factories

Tribune Report

Entrepreneurs in Bangladesh's ready-made garment (RMG) industry are speaking out against the harassment they face from government agencies like the National Board of Revenue (NBR), customs, and ports. Md Siddiqur Rahman, the former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), expressed their frustration, noting that these constant hurdles make it challenging for them to export and import smoothly. He made these remarks during the closing session of the 16th edition of the Bangladesh Denim Expo in the capital on May 7.

Siddiqur, who also serves as the Industry and Trade Affairs Secretary of the ruling Awami League's central committee, called on Textiles and Jute Minister Jahangir Kabir Nanak to address the issue in the upcoming cabinet meeting and find a resolution to the crisis. "We're a big part of the country's economy, but right now, we're feeling helpless. Despite Prime Minister Sheikh Hasina's pro-business approach, we're facing unnecessary hurdles from the NBR and others. While she's doing her best, there are some around her causing problems for us. We need relief from this," he explained.

During the event, Jahangir Kabir Nanak, speaking as the chief guest, acknowledged the dedication of the readymade garment manufacturers, leaders, and workers, highlighting how the sector continues to progress despite challenges. "As a secure and compliant sourcing destination, I urge buyers to choose Bangladesh and pay a fair price. With the influence of the RMG industry, I'm confident Bangladesh will soon make significant strides towards becoming a developed nation." Ambassador Irma van Dueren of the Kingdom of the Netherlands praised Bangladesh's economic and sustainable development efforts, particularly leading the way in Leed-certified green RMG factories.

"Bangladesh has made impressive progress in economic development indicators. The RMG sector has been crucial to this progress. In the coming years, our focus on the sector will be more and more on sustainability and circular practices everywhere. The Netherlands will continue its support for an inclusive labour law for the RMG workers. We look forward to continuing to work together with this country and contribute to the Journey of Bangladesh and also its graduation from the Least Developed Countries (LDC) group," he said.

In his speech, H&M Regional Country Manager Ziaur Rahman emphasized on the European Union (EU) due diligence law as this is a key issue in exporting clothes to the region in the future. "I was a little bit surprised that very few people have been talking about this law in Bangladesh and many people do not even know that this law impacts the sourcing destination." He added that transparency is also a key part, as the industry has roughly around four million workers and we believe all of the workers will be treated respectfully and will be able to enjoy a safe and healthy workplace."

He added: "Our ambition is to lead the change toward the circular fashion industry with net zero climate impact as a fair and equal company. Circularity is one of the areas that we really need to work on." BGMEA President SM Mannan Kochi shared: "We're embracing automation to expand our global market presence. Our focus on business sustainability is unwavering, and we're confident we can deliver even more value in the future. "This requires collective effort. Buyers trust Bangladesh because of our eco-friendly, compliant, and green factories. We're committed to enhancing compliance and sustainability standards. Let's strive to elevate denim to higher levels." The programme was moderated by BGMEA Director Mohiuddin Rubel.

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 12

US Trade Show kicks off tomorrow

FE REPORT |

A three-day trade show will kick off tomorrow (Thursday) aiming to promote the US-based businesses' products in Bangladesh as well as enhance bilateral trade between the two countries.

The annual event titled '29th US Trade Show' will be held at a city hotel with participation of 44 exhibitors this year. The co-organisers of the fair, the American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham) and the United States Embassy in Dhaka, made the announcement at a press conference held at a city hotel on Tuesday afternoon. Commercial Counselor of the US Embassy, Dhaka, John Fay, and AmCham President Syed Ershad Ahmed were present at the press conference.

AmCham Executive Director Shahadat Hossen highlighted different aspects of the trade fair. Since 1992 the show has been taking place in the country, he said, adding that this year the event is going to take place marking a special occasion as May is the month of world trade. According to the organisers, hundreds of US products and services will be displayed by the 44 exhibitors from home and abroad. In addition to the exhibition, five seminars will be held on different topics including women's empowerment in the AI era, doing business with the US, and higher study in the USA on the sidelines of the event.

According to the organisers, the show will remain open for visitors all three days from 10:00 am to 8:00 pm. The entry fee for this year's show is Tk 30 per person whereas students in uniform or with identity cards will be allowed to visit the fair free of cost. There will be prizes for a few lucky visitors, based on a raffle draw of entry ticket coupons after the trade show. Private Industry and Investment Adviser to the Prime Minister Salman Fazlur Rahman is expected to inaugurate the show as the chief guest.

John Fay said some economic reforms in Bangladesh could help attract more foreign direct investment. Responding to queries, Syed Ershad Ahmed said introduction of the country's logistics policy was a noteworthy progress. However, proper implementation of the policy was going to be crucial, he said. He also added that some old laws and bureaucracy remained common problems faced by companies at home and abroad.

saif.febd@gmail.com

প্রথম আলো

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১১

দুই দিনে এনবিএলের বড় অঙ্কের শেয়ারের হাতবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শেয়ারবাজারে হঠাৎ করেই ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারের লেনদেন বেড়ে গেছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে গত দুই দিনে ব্যাংকটির বিপুল শেয়ারের হাতবদল হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ বাজারেও ব্যাংকটির শেয়ারের লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার ব্লক মার্কেটে ন্যাশনাল ব্যাংকের ১২ কোটি ২৫ লাখ ২০ হাজারের বেশি শেয়ারের হাতবদল হয়েছে; যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৮৩ কোটি টাকা। আর গতকাল মঙ্গলবার একই মার্কেটে হাতবদল হয়েছে ব্যাংকটির ৬ কোটি ৪৫ লাখ শেয়ারের; যার বাজারমূল্য সাড়ে ৪২ কোটি টাকার বেশি। সব মিলিয়ে গত দুই দিনে ব্যাংকটির ১৮ কোটি ৭০ লাখের বেশি শেয়ারের হাতবদল হয়েছে, যার মোট বাজারমূল্য ছিল ১২৫ কোটি টাকার বেশি। এ দুই দিনে ব্যাংকটির মোট শেয়ারের মধ্যে প্রায় ৬ শতাংশ শেয়ারের হাতবদল হয়েছে ব্লক মার্কেটে।

শেয়ারবাজারে ব্লক মার্কেটে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই থাকে পূর্বপরিচিত এবং শেয়ারের দামও আগেই ঠিক করা থাকে। শুধু লেনদেনের মাধ্যমে শেয়ার হাতবদলের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। গত রোববার ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাতে ব্যাংকটির মালিকানায় থাকা সিকদার পরিবারের সদস্য ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বাদ দেওয়া হয়। ব্যাংকটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় চট্টগ্রামভিত্তিক কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানকে। এ ছাড়া বেশ কয়েকজনকে মনোনীত ও স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়; যাঁদের বেশির ভাগই চট্টগ্রামভিত্তিক একটি গ্রুপের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

রোববার পরিচালনা পর্ষদের এই বদলের পর সোমবার ও গতকাল ব্লক মার্কেটে বিপুল পরিমাণ শেয়ারের হাতবদল হয়েছে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, ব্লক মার্কেটে গত দুই দিনে হাতবদল হওয়া শেয়ারের বড় অংশই কেনা হয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নামে। তার মধ্যে রয়েছে ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, গ্রিন স্কয়ার ও মার্চেন্ট অটো নামের প্রতিষ্ঠান। ব্লক মার্কেটে এসব শেয়ার হাতবদল হয়েছে একটি ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে। এই ব্রোকারেজ হাউসটির মালিকানার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের (এসআইবিএল) সাবেক এক পরিচালক। যিনি একসময় এসআইবিএলের মালিকানা বদলের সময়ও শেয়ার কেনাবেচায় ভূমিকা রেখেছিলেন। এসআইবিএলের মালিকানায় যুক্ত চট্টগ্রামভিত্তিক গ্রুপটির সঙ্গে রয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যাংকের বড় অঙ্কের শেয়ারও হাতবদলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি।

নতুন করে ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের পর ব্যাংকটির মালিকানায়ও বদল আসছে বলে জোর গুঞ্জন রয়েছে ব্যাংক পাড়ায়। ইসলামী ব্যাংক, এসআইবিএলসহ বেসরকারি খাতের একাধিক ব্যাংকের মালিকানায় থাকা চট্টগ্রামভিত্তিক গ্রুপটি বেনামে ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিকানায় যুক্ত হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। পুনর্গঠিত পর্ষদে এ গ্রুপ সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তিকে পরিচালক নিয়োগ করায় বিষয়টি সামনে এসেছে।

এদিকে ব্লক মার্কেটের বাইরে গতকাল সাধারণ বাজারেও ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রায় ১৭ লাখ শেয়ারের হাতবদল হয়েছে। আর এদিন ডিএসইতে ব্যাংকটির শেয়ারের দাম ৫০ পয়সা বা প্রায় ৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ টাকায়। সাত দিন ধরেই শেয়ারবাজারে ব্যাংকটির শেয়ারের দাম একটানা বাড়ছে। এই সাত দিনে ব্যাংকটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দেড় টাকা বা ২৭ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ঈদের ছুটির আগে গত ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক বা ইউসিবির শীর্ষ কয়েকজন ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে ন্যাশনাল ব্যাংক একীভূত করার নির্দেশ দিয়েছিল। ইউসিবি ব্যাংকের সঙ্গে ন্যাশনাল ব্যাংককে একীভূত করার এ খবরে ঈদের ছুটির পর ১৫ এপ্রিল থেকে শেয়ারবাজারে ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমতে শুরু করে। ১৫ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত টানা পতনে ব্যাংকটির শেয়ারের বাজারমূল্য ৭ টাকা থেকে কমে সাড়ে ৫ টাকায় নেমে আসে। এর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আপাতত তারা অন্য কোনো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ ফরহাত আনোয়ারের নেতৃত্ব গঠিত ন্যাশনাল ব্যাংকের আগের পর্ষদ একীভূত না হওয়ার বিষয়ে অবস্থান নেয়। এর পর থেকে শেয়ারবাজারে ব্যাংকটির শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করে। গতকাল লেনদেনের শুরুতে ব্যাংকটির শেয়ারের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ বা ৬০ পয়সা মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭ টাকা ১০ পয়সায় উঠে যায়। যদিও দিন শেষে দাম কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৭ টাকায়। এক মাসের মধ্যে এটিই ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারের সর্বোচ্চ বাজারমূল্য।

সমকাল
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

ডিএসইতে লেনদেন বেড়ে ১১শ কোটি টাকা

সমকাল প্রতিবেদক

আড়াই মাস পর টাকার অঙ্কে শেয়ারবাজারে হাজার কোটি টাকার লেনদেন ছাড়ায় গত সোমবার। গতকাল মঙ্গলবার তা আরও বেড়েছে। এদিন ঢাকার শেয়ারবাজারে ১ হাজার ১০৮ কোটি টাকার শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে, যা আগের দিনের তুলনায় ১২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বেশি। এ লেনদেন গত ১৪ ফেব্রুয়ারির পর সর্বোচ্চ।

গতকাল টাকার অঙ্কে শেয়ার কেনাবেচার পরিমাণ বাড়লেও টানা চার দিন বৃদ্ধির পর কমেছে বেশির ভাগ শেয়ারের দর। লেনদেন হওয়া ৩৯১ কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ২২১টির বা প্রায় ৫৬ শতাংশের দর কমেছে। বিপরীতে ১২৯টির দর বেড়েছে এবং অপরিবর্তিত ছিল ৪১টির দর। বেশির ভাগ শেয়ারের দর কমার পরও ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স মাত্র পৌনে ২ পয়েন্ট হারিয়ে ৫৭২৫ পয়েন্টে নেমেছে। এর কারণ ব্যাংক খাতের শেয়ারের দরবৃদ্ধি সূচকে প্রায় ১৯ পয়েন্ট যোগ করেছে। এ ছাড়া ভ্রমণ ও অবকাশ খাতের শেয়ারের দরবৃদ্ধি যোগ করে ৬ পয়েন্ট। তবে বড় মূলধনি কোম্পানির শেয়ারসহ বেশির ভাগ শেয়ার হারানো ওষুধ ও রসায়ন খাত সূচকে প্রায় ১৫ পয়েন্ট এবং খাদ্য আনুষঙ্গিক খাত প্রায় ৬ পয়েন্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর আগের চার দিনের টানা বৃদ্ধিতে সূচক বেড়েছিল ১৫৭ পয়েন্ট।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ব্যাংক এবং ভ্রমণ ও অবকাশ খাত ছাড়া অন্য সব খাতের বেশির ভাগ শেয়ার দর হারিয়েছে। ব্যাংক খাতের তালিকাভুক্ত ৩৬ কোম্পানির মধ্যে ২৬টির দর বেড়েছে, কমেছে একটির। এতে গড়ে এ খাতের শেয়ারদর বেড়েছে ১ শতাংশের বেশি। এ খাতের এনআরবিসি ব্যাংকের দর প্রায় ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। ব্যাংকের বাইরে বেশির ভাগ মিউচুয়াল ফান্ডেরও দর বেড়েছে। বিপরীতে বীমা, খাদ্য ও আনুষঙ্গিক, তথ্য-প্রযুক্তি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কাগজ ও ছাপাখানা খাতের শেয়ারদর তুলনামূলক বেশি কমেছে। তালিকাভুক্ত ৫৮ বীমা কোম্পানির মধ্যে ৪৭টি, খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের ২১ কোম্পানির মধ্যে ১৭টি, তথ্য-প্রযুক্তি খাতের ১১ কোম্পানির সবগুলো, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং কাগজ ও ছাপাখানা খাতের ১২ কোম্পানির মধ্যে ১০টিই দর হারিয়েছে। গতকাল লেনদেনের মাঝে ১২ কোম্পানি ও ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ড সার্কিট ব্রেকারের সর্বোচ্চ দরে কেনাবেচা হয়। এর মধ্যে শুধু জিকিউ বলপেন ও গোল্ডেন জুবলি, প্রাইম ব্যাংক প্রথম ও প্রাইম ফাইন্যান্স প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড ওই দরে স্থির ছিল। বিপরীতে লেনদেনের মাঝে ১১২ কোম্পানি ও ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড সার্কিট ব্রেকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন দরে কেনাবেচা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ওই দরে স্থির ছিল ৫২ কোম্পানির শেয়ার ও ফান্ড।

নয়া দিগন্ত

প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০৮

সূচকের মৃদু পতনেও বেচাকেনায় উত্তাপ

বিশেষ সংবাদদাতা

- আলোচিত ন্যাশনাল ব্যাংক ব্লক মার্কেট গরম করে রেখেছে
- সিএসইতে এক দিনে ১০২ কোটি টাকার বেশি লেনদেনে রেকর্ড

অস্থিরতা যে পুঁজিবাজারের চরিত্র তা আবারো গতকাল দেখালো। কয়েকদিন সূচক, শেয়ার দর বাড়িয়ে লেনদেন হাজার কোটি টাকার বেশি তুলে দিয়ে আবার পতনে পা বাড়াল। সূচকের মৃদু পতনেও বেচাকেনায় বেশ উত্তাপ ছিল। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটা আশা জাগিয়ে আবার হতাশায় ফেলল। প্রথম ৩০ মিনিট বা আধঘণ্টায় আড়াই শ' কোটি টাকার বেশি শেয়ার বেচাকেনা হয় ডিএসইতে। তবে এ দিন ডিএসইর সবগুলো সূচকই কিছুটা পয়েন্ট খুইয়েছে। তবে চট্টগ্রাম স্টকের সবগুলো সূচক নতুন করে পয়েন্ট পেয়েছে। ডিএসইতে বাজারমূলধন ফিরেছে ৯৩ কোটি টাকা। আর সিএসইতে হঠাৎ ১১৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার বিশাল বেচাকেনা। যা আগের দিনে তুলনায় ১০২ কোটি টাকারও বেশি। তবে আলোচিত ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ার ব্লক মার্কেটকে গরম করে তুলেছে। গতকালও ছয় কোটি ৪৫ লাখ শেয়ার বেচাকেনা হয়েছে তাদের। সামান্য এই সূচক হারানোকে ডিএসই সংশ্লিষ্টরা সংশোধন বলে দাবি করছেন। তারা বলছেন, এটুকু সংশোধন হতে পারে বাজারের।

লেনদেনের তথ্য থেকে বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের প্রথম আধঘণ্টায় প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৩০ পয়েন্টের বেশি বৃদ্ধি পায়। পরে কমতে থাকে। আর দাম বৃদ্ধির তালিকায় তখন স্থান করে নেয় ২৫০-এর বেশি প্রতিষ্ঠান। ওই সময় লেনদেন হয় ২৫০ কোটি টাকার বেশি। পতনেও প্রায় পাঁচ ডজন কোম্পানির শেয়ার ছিল ক্রেতাশূন্য। ডিএসইএক্স ১.৭৩ পয়েন্ট কমে পাঁচ হাজার ৭২৫.২৭ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৬.৪৭ পয়েন্ট কমে এক হাজার ২৫৫.০২ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৬.৪৩ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ২ হাজার ৪০.৩৭ পয়েন্টে।

এ দিন ডিএসইতে ৩৯ কোটি ৮০ লাখ ১৯ হাজার ১১৮টি শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও বন্ড হাতবদল হয়েছে মোট এক হাজার ১০৮ কোটি ৩৪ লাখ ১৫ হাজার টাকায়, যা আগের দিনের চেয়ে ১২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বেশি। যেখানে সোমবার লেনদেন হয়েছিল এক হাজার ৯৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেয়া ৩৯৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৩১টির, দর কমেছে ২২২টির বা ৫৬.৩৪ শতাংশের এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৪১টির। এখানে দরপতনের শিকার ১২৪টি এ শ্রেণীর শেয়ার।

ব্লক মার্কেটে ১০১ কোটি টাকার ট্রেড : এ দিকে ডিএসইর ব্লক মার্কেটে গতকাল ৩৮টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নেয়। এসব কোম্পানির সাত কোটি ৪৫ লাখ ১২ হাজার ৪৫১টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড হাতবদল হয়েছে মোট ১০১ কোটি ৯২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা বাজারমূল্যে। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংকের ছয় কোটি ৪৫ লাখ শেয়ার ৪২ কোটি ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকায়। এ ছাড়া বেক্সিমকোর ২৪ কোটি ৩৭ লাখ ৩৯ হাজার টাকার, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের ৯ কোটি ৬৮ লাখ ৮২ হাজার টাকার, পূবালী ব্যাংকের চার কোটি ৭৬ লাখ টাকার, সোনালী আঁশের চার কোটি ৩৩ লাখ ৬৬ হাজার টাকার, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা লিমিটেডের দুই কোটি ৫৭ লাখ ৪২ হাজার টাকার, আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দুই কোটি দুই লাখ ৮০ হাজার টাকার, ব্যাংক এশিয়ার দুই কোটি দুই লাখ ১০ হাজার টাকার এবং বিচ হ্যাচারির এক কোটি ৮০ লাখ চার হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এই ১০ কোম্পানির মোট শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৯৫ কোটি ৮৯ লাখ টাকারও বেশি। সিএসইতে হঠাৎই ১১৫ কোটি টাকার ট্রেড : অন্য দিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচক ছিল ইতিবাচক। গতকাল সিএসইর লেনদেনে ছিল বিরাট লম্ফ। দুই কোটি ১৮ লাখ পাঁচ হাজার ৬১১টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড হাতবদল হয়েছে মোট ১১৫ কোটি ৪০ লাখ ২৯ হাজার ১০৭ টাকা বাজারমুল্যে। যেখানে আগেরদিন সোমবার লেনদেন হয়েছিল মাত্র ১২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। ফলে গতকাল লেনদেন বেড়েছে ১০২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। এই লেনদেন সাম্প্রতিককালের মধ্যে সর্বোচ্চ। সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেয়া ২৪৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১১১টির, দরপতনে ১১৩টি এবং দর অপরিবর্তিত ২০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট। সূচকের মধ্যে সিএএসপিআই ৩৪.৪৯ পয়েন্ট, সিএসসিএক্স ২২.৪৯ পয়েন্ট এবং সিএসই-৩০ সূচক ৪৯.৬৯ পয়েন্ট ফিরে পেয়েছে। বাজারমূলধন বেড়ে এখন সাত লাখ ৪৪ হাজার ১২৩ কোটি আট লাখ টাকায়। এখানে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, পূবালী ব্যাংক ও জেএমআই হসপিটালের শেয়ার। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৩৬ কোটি ৩২ লাখ টাকার, পূবালী ব্যাংকের ৩৬ কোটি ১৮ লাখ টাকার এবং জেএমআই হসপিটালের ১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। এই তিন কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৮৮ কোটি চার লাখ টাকা।

NEWAGE
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 10

DSE turnover tops Tk 1,100cr

Staff Correspondent

Dhaka stocks dropped slightly on Tuesday, as a section of investors sold shares to book some profits from the recent gains, market operators said. Though the market ended in the red zone, with the investors increasing their activity in the market on the day, the total turnover of the Dhaka bourse on the day crossed the Tk 1,100-crore mark after 83 days. DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, decreased by 1.73 points, or 0.03 per cent, to close at 5,725.27 points on the day after gaining 34.95 points in the previous trading session. Market operators said that with cautious investors increasing their activity and seeking to book profits from the recent market recovery, the Dhaka bourse posted a total of Tk 1,108.34 crore in turnover on the day. The last time Dhaka Stock Exchange posted the total turnover over Tk 1,100 crore was on February 14, 2024, with the turnover amount standing at Tk 1,173.58 crore on the day. The total turnover on the DSE on Monday was Tk 1,095.64 crore.

The market observed active participation from both sides of the trading fence, according to EBL securities daily market research. Market operators said that the news of the reappointment of the current chairman of the Bangladesh Securities and Exchange Commission prompted investors to be hopeful and get active on the buying side. The rebound came after a decrease in price indices in nine out of 11 weeks, they said. Market operators said that rising interest rates in banks, lack of investor confidence amid economic woes in the country and global geopolitical tensions, liquidity crisis in banks and sudden change of policies might have prompted investors to shift their funds in the past weeks.

Of the 394 issues traded on the day, 131 advanced, 222 declined and 41 remained unchanged.

On the sectoral front, pharmaceutical issues exerted the highest turnover, followed by textile and engineering stocks. EBL Securities in its daily market commentary said, 'The recent approval of the third tranche of the IMF loan has instilled some optimism among investors, although cautious ones are still observant of the sustainability of the current upbeat vibe and prefer to secure their unrealised gains.'

The DSE Shariah index increased by 6.47 points, or 0.51 per cent, to close at 1,255.02 points on Tuesday. The DS30 index gained 6.43 points, or 0.31 per cent, to finish at 2,040.37 points.

Best Holdings topped the turnover chart on the day with its shares worth Tk 55.82 crore changing hands. Asiatic Laboratories, Golden Son, Taufika Foods and Lovello Ice-cream, Oimex Electrode, Orion Infusion, Orion Pharma, Alif Industries, Malek Spinning Mills and Sea Pearl Beach Resort & Spa were the other turnover leaders.

The Daily Star
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: B4

Stocks break 5-day gaining streak

STAR BUSINESS REPORT

The benchmark index of the Dhaka Stock Exchange (DSE) plummeted yesterday, breaking a five-day gaining streak. An upward trend was seen at the beginning of the day's trading, but the prime index plunged before the closing. The DSEX, the key index of the DSE, went down 1.74 points, or 0.03 percent, to settle at 5,725.28.

Likewise, the DSES, the index that represents Shariah-based firms, dropped 6.48 points, or 1.16 percent, to 1,255.02 and the DS30, which comprises 30 best blue-chip stocks, fell 6.43 points, or 0.31 percent to 2,040.39. Turnover, which is the total value of shares traded during the session, increased 1.16 percent to Tk 1,108 crore, a three-month high.

The non-bank financial institutions, mutual fund and services and real estate sectors closed in positive territory while information technology, life insurance and jute closed on a negative note.

Among the sectors, pharmaceuticals dominated the turnover chart, accounting for 8.75 percent of the day's total turnover. Of the issues traded on the DSE, 131 nudged higher, 222 remained lower, and 41 did not see any price fluctuation.

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 09

Inside information damages market: Debapriya

FE REPORT |

Leaking of inside information has been adversely impacting the country's stock market as a whole, said eminent economist Dr Debapriya Bhattacharya. He said this during a speech at a programme organised by Economic Reporters' Forum (ERF) at its office in the capital. The economist said a group of people were taking advantage of inside information. For example, he said, to explain inside information, the government decided to take up a big project of a bridge or an airport. No one is supposed to leak this information, but some people do this and that benefits those, who based on the information, purchase lands in the project areas prior to the beginning of the development works.

Mr. Bhattacharya said people could use raw data, not yet made public, for the sake of own profits. Such practices have damaged the capital market. Share prices exhibited ups and downs based on inside information, he added. Mr. Bhattacharya was also critical of investor behiviour that leads to rally of non-performing companies on the bourses. He said there was a lack of accuracy in disseminated information for such a situation to happen. Deception can be avoided if the risks of inaccurate information are discussed and minimized.

Companies often say there was no undisclosed price sensitive information (PSI) behind abnormal price hike of stocks and large trade volumes. After the stocks reach a certain level, those, who have been behind the price hikes, offload their holdings to general investors. After the programme, the FE correspondent talked to Mr Bhattacharya on the capital market. He said the capital market would not perform well as long as the banking sector performs poorly and the system to channel funds is not well designed.

The economist laid importance on investing in mutual funds (MFs) by general investors. But investors have lost confidence in the MFs because of their poor performance. In this regard, Mr. Bhattacharya gave references to fund embezzlement by MF managers and said the regulator must take stringent actions against those responsible so investors can regain faith in the sector.

mufazzal.fe@gmail.com

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 09

AFC Capital tiptoes out of market leaving behind bad IPOs,

It evades responsibility for financial frauds that BSEC investigation identified

FARHAN FARDAUS |

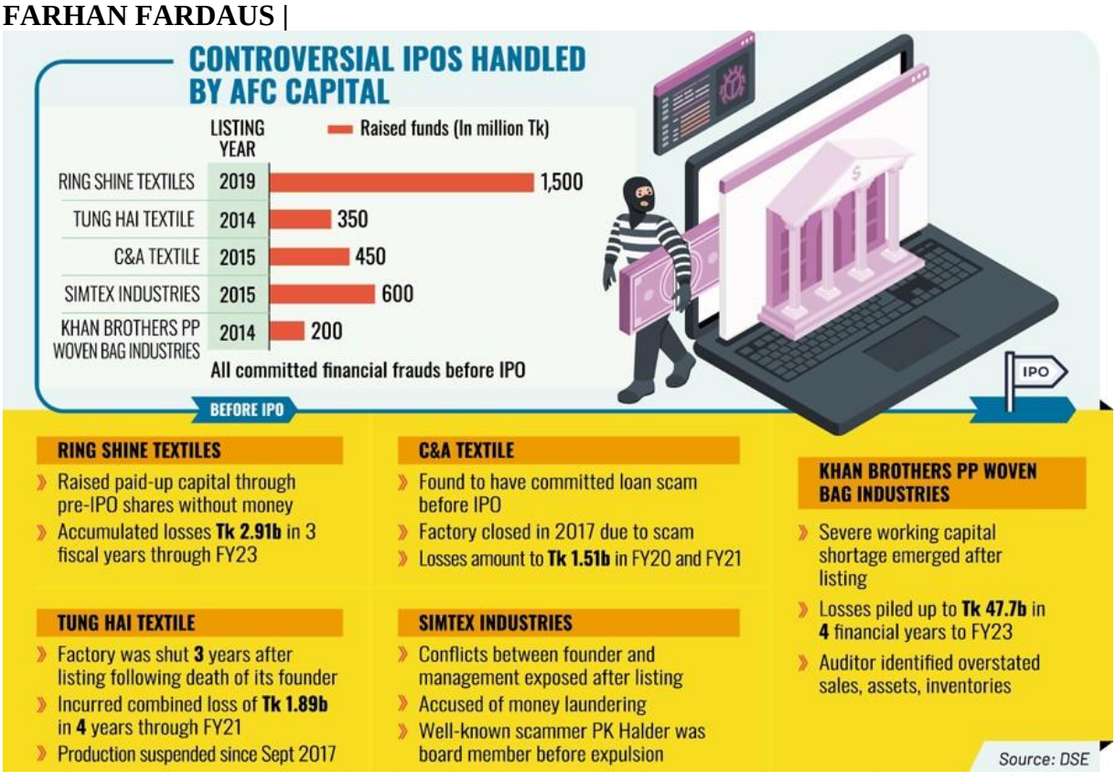

Merchant bank AFC Capital has left the market silently, surrendering its licence, without facing any action against it for bringing controversial IPOs including Ring Shine Textiles, C & A Textiles, and Tung Hai Knitting & Dyeing. Incorporated in 2010, it had been involved in 12 initial public offerings (IPOs), jointly with other merchant banks in most cases, between 2012 and 2022. The firm also delivered services as a facilitator in disbursing rights issues and underwriting capabilities and provided corporate advisory services to clients.

AFC Capital suddenly showed up at the door of the securities regulator last year for permission to shutter its business operations. It said it was struggling to make profit. Sources told The FE that the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at first rejected the plea only to allow AFC Capital to close its business in December. Several players operating in the sector said investment banking is no longer a profitable business in the country because of the lingering challenges in the stock market. That, however, is unlikely the case of AFC Capital that handled the highest number of public issues among merchant banks in the decade through 2022.

About half of the IPOs showed a faltering business performance just one or two years after listing despite the fact that they had raised money to expand business and prop up earnings. It is alleged that financial results of the companies had been falsified before the floating of the IPOs. The companies have shown uncanny resemblance in their pre- and post-IPO financial indicators. For example, textile companies Tung Hai Knitting & Dyeing Limited and C & N Textiles demonstrated a growth in profit in the years before going public, but after listing it took only three years for them to run into losses.

AFC Capital worked with Imperial Capital to bring Tung Hai Knitting & Dyeing Limited to the market in 2014. The Tung Hai is not in operation now. In 2019, an inspection team from the Dhaka Stock Exchange (DSE) could not enter its factory premises for the gate at the entrance being locked.

The same year, C & N Textiles, listed in 2015, was also found shut during a factory visit by the regulatory body. Meanwhile, investors, who expected good return from the stocks after flipping through IPO prospectus of the textile companies, are counting losses. Tung Hai Knitting at present trades at Tk 3.90 per share on the DSE whereas its shares were floated at the face value of Tk 10. The current share price of C & N Textiles is Tk 7.30 each.

Both the textile companies have not given a penny in dividends for years to shareholders. Mahbub H Mazumder, former managing director of AFC Capital, claims that the organisation had done everything in its power before preparing IPO prospectus in every case. "We don't prepare audit report, corporate governance certificate and other documents. Upon the submission of all documents, BSEC scrutinises those." Moreover, the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange check the documents, prospectus and then send their recommendations to the securities regulator. When satisfied, the BSEC provides consent for listing, Mr Mazumder added.

However, in a probe into Ring Shine Textiles, which has become a case study of financial crime in the country's capital market, the BSEC found that the issuer, the auditor and the issue manager had worked together to launder money collected through the IPO. According to the investigation report, the issue managers -- AFC Capital and CAPM Advisory - were involved in the IPO manipulation process.

It said the issue managers were required to examine audited financial statements for five years (June 30, 2015 to June 30, 2019) and verify those against management accounts, books of accounts, register of inventories, fixed assets, export documents, and bank statements but they "completely failed" to do so. Referring to the management accounts of Ring Shine Textile, says the report, it appears that the net operating cash flow was Tk 27.19 million in the negative for the year ended in June 2018, which determines that the company was not in the position to apply for listing.

"But the issue managers have provided the Due Diligences Certificate to the company," reads the probe report. Before the licence surrender, AFC Capital underwent an ownership change and was changed into Leeds Capital Services Limited. Asked why the Lead Capital gave away its licence, Ahsanul Kabir, who was its managing director, said the business was not profitable.

"There was no major change in the ownership. There were 17 to 18 owners. They transferred shares among themselves and some of them resigned from the board." The Lead Capital had only two functions -- one was issue management and the other underwriting. It did not manage portfolios. The limited scope of operations posed challenges for profit making, added Mr Kabir.

Mohammad Rezaul Karim, spokesperson of the BSEC, said, "We had laws to punish issue managers. We did it several times and we will also do it in the future."

But AFC Capital was not punished for the failures identified in the investigation report. Now, it does not even exist. Md. Ashequr Rahman, managing director of Midway Securities, told The FE that the BSEC has more responsibilities than what it can handle. Before the 2013 demutualisation, brokers had been involved in the IPO approval process. "IPO was the responsibility of brokers. I can bet there were fewer cases of bad IPOs back then than now."

After the demutualisation, the BSEC does not take recommendations from the DSE, said Mr Rahman. "I believe these problems can be solved by taking observations of the DSE seriously."

farhan.fardaus@gmail.com

বণিক বার্তা
www.bonikbarta.com
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মে ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০৪

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

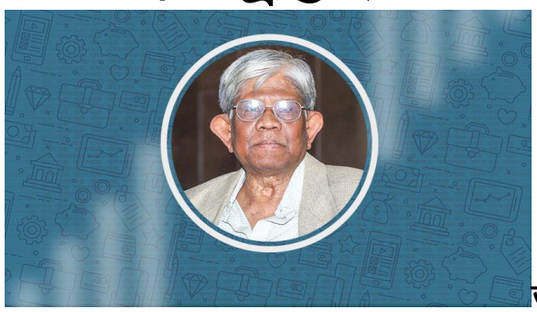

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

আমাদের দুটো ম্যাক্রো পলিসি রয়েছে—মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি। এ দুই নীতির সমন্বয়সাধন যদি না হয় তাহলে দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়বে। রাজস্বনীতির আওতা অনেক বেশি। রাজস্বের মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা হলেও এ নীতি বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি খাতসহ সবাইকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অন্যদিকে মুদ্রানীতি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাৎক্ষণিকভাবে এটির ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করি না। যেহেতু মুদ্রানীতির সঞ্চালন প্রক্রিয়া কিছুটা ধীরগতিসম্পন্ন। ব্যাংক বা বাজারের মাধ্যমে এটি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তবে এর আওতাও অনেক বেশি। আমাদের পরবর্তী বাজেটের সময় সমাগত। বাজেট প্রেক্ষাপট বিবেচনায়ও বাজেটের সঙ্গে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির যোগসাজশ মনে রাখতে হবে।

মুদ্রানীতি নিয়ে আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। বাংলাদেশে যে মুদ্রানীতি হচ্ছে, এতে পলিসিগত কিছু সমস্যা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এখন আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থানের স্থবিরতা এবং প্রবৃদ্ধির স্থবিরতা। আমি মনে করি, এর পেছনে কিছু পলিসিগত সমস্যা রয়েছে। অবশ্যই দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যারও ভূমিকা রয়েছে এতে। বর্তমানের সমস্যা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। আমরা অনেক সময় গৎবাঁধা কিছু পলিসি অনুসরণ করে থাকি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রেসক্রিপশনে। যেমন সম্প্রতি আইএমএফ আমাদের কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। আইএমএফের কিন্তু চিরাচরিত তিনটা নীতি আছে—প্রথমত নমনীয় বিনিময় হার, দ্বিতীয়ত নমনীয় ও উচ্চ সুদহার (দেয়ার ইজ নাথিং কলড চিপ মানি) এবং তৃতীয়ত হলো কঠোর মুদ্রানীতি। এরা আপ্তবাক্যের মতো তিনটি নীতি অনুসরণ করতে বলে। এই তিনটিই অ্যাডাম স্মিথ বর্ণিত অদৃশ্য হাত (ইনভিজিবল হ্যান্ড) যেন সব কাজ করে ফেলবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বাইরে অনেক বিষয় আছে, যেখানে আমাদের গৎবাঁধা পলিসির বাইরে যেতে হবে।

নমনীয় বিনিময় হারের দরকার আছে। তবে একেবারে নমনীয় বিনিময় হার করলে বিপদও আছে। সম্প্রতি যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক 'ক্রলিং পেগ' নীতির কথা বলছে। কিন্তু একেবারে কঠোর মুদ্রানীতিও কিন্তু অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। আমরা অনেকদিন নয়-ছয়ের ফাঁদে ছিলাম। আবার এখন সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এসবের বাইরে যদি না যাই তাহলে হবে না। একটা উদাহরণ দিই। আর্জেন্টিনা প্রায় ৪০-৫০ বছর ধরে আইএমএফের প্যাকেজ গ্রহণ করছে। কিন্তু তারা এখনো বের হতে পারেনি। পাকিস্তান তো আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে। সম্প্রতি দেখলাম কয়েকটি দেশ ঋণে ভারাক্রান্ত দরিদ্র দেশে (এইচআইপিসি) পরিণত হয়েছে। ভাগ্যক্রমে সেসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম নেই। আশা করি বাংলাদেশ এ রকম দেশ হবেও না। কেননা এ দেশের অবস্থা এতটা শোচনীয় নয়। কিন্তু আমাদের এ বৈদেশিক ঋণসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রথমত আমাদের সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি দরকার। সরকারি আয়-ব্যয় রাজস্ব দ্বারা পরিচালিত হলেও এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা হলো রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্র হবে কোনটা। প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে নাকি পরোক্ষ করের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ করা হবে? এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা আছে।

আমাদের কর সক্ষমতা কম। পরোক্ষ কর আহরণে আমাদের ঝোঁক বেশি। প্রত্যক্ষ কর আদায় অনেক কঠিন। পরোক্ষ কর আদায় করা সহজ, খুব সহজে এটি চাপিয়ে দেয়া যায়। যেমন ভ্যাট আরোপ। রুটির ওপর কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি ৫ টাকা কর দেয়, হাজার কোটি টাকার মালিক কোনো ধনী ব্যক্তিও একই কর দেয়। সব শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান এ পরোক্ষ করে কিন্তু ইকুইটির (সমতা) প্রশ্ন আসে। এদিকে আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ কর আহরণে তেমন সাফল্য দেখাতে পারছি না। আমাদের রিসোর্স মোবিলাইজেশনে (সম্পদ ব্যবস্থাপনা) সমস্যা আছে। মুদ্রানীতি যদি রিসোর্স মোবিলাইজেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে চলবে না। এখন যদি আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন কিন্তু আমদানি শুল্কও কমবে। এতে আমাদের আমদানি রাজস্বও কমবে। এর প্রভাব পড়বে গিয়ে শিল্পোৎপাদনেও। অর্থাৎ হঠাৎ করে মুদ্রানীতির মাধ্যমে আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তো চলবে না। স্নো-পাউডার, পাউরুটি ও চানাচুর আমদানি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তো আপনি ব্যালান্স অব পেমেন্ট (বিওপি) বা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে পারবেন না।

আমি মনে করি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে সবসময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমনিতেই ব্যাংকাররা তাদের ঋণ দিতে চান না, ঋণ না দেয়ার জন্য নানা বাহানা তৈরি করেন। তার ওপর সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি থাকলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের একদমই ঋণ দেবেন না। মি. রয় চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক ৪০টির মতো দেশের ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা। বড় ব্যবসায়ীদের ওপর অবশ্য এর প্রভাব খুব একটা পড়ে না। বড় ব্যবসায়ীরা ঋণ পান কারণ তারা হয়তো তথাকথিত জামানত দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকেরও অবশ্য একটা দায়িত্ব আছে—বাজারে চাহিদা বেড়ে গেলে মুদ্রা সরবরাহ কমাতে হবে। সেজন্য হয়তো মাঝে মাঝে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নেয়া হয়। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের হাতে যেন ঋণ পৌঁছায় সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশনা দিতে হবে। আমি শুনেছি বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা করছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কথা যদি বলি, আর্থিক হিসাব নেতিবাচক তবে চলতি হিসাব ইতিবাচক। আর্থিক হিসাব নেতিবাচক মানে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসছে না। বিনিয়োগ খাত যদি আকর্ষণীয় না করি তাহলে কেন বৈদেশিক মুদ্রা আসবে? মুখে বললে হবে না যে দেশে আসো, বাণিজ্য করো। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। বিনিয়োগ আকর্ষণে আমাদের অনেক জটিলতা রয়েছে। জমি রেজিস্ট্রেশনে জটিলতা আছে। এসব জটিলতা থাকলে বাইরের লোকজন কীভাবে আসবে? দেশের লোকেরা দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ করে না। তারা দেশের টাকা বাইরে পাঠানোর জন্য অস্থির হয়ে আছে।

আমাদের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আসছে না। ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (এফপিআই) আরো কম। আমাদের স্টক মার্কেটের যে করুণ অবস্থা এফপিআই আসবে কী করে! এদিকে আমাদের রেমিট্যান্সও কম এবং তা বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। রেমিট্যান্স আকর্ষণে ও হুন্ডি কমাতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। হুন্ডি কমানোর জন্য কিন্তু অনেক আইনকানুন আছে। হাওয়ালা বা হুন্ডি একেবারে নির্মূল করা কঠিন হলেও এটি কমানো সম্ভব। আমাদের পলিসিতে যদি এসব বিষয় লক্ষ না করি তাহলে অবস্থা খারাপের দিকে এগোবে।

মুদ্রানীতির একটা দিক হলো ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সেটা যদি আমরা না করি, একদিকে রাজস্ব বাজেটে আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিন্তু রাজস্ব আহরণ সম্ভব হবে না। সেটা কিন্তু আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি। বাজেটটা সাধারণত সম্প্রসারণশীল হয়। এতে আমাদের কিছু কাজ হলেও আমাদের চাহিদা অনেক। যে কারণে সম্পদ অনেক বেশি লাগে। মুদ্রানীতি যদি আমরা সংকোচনশীল করি, যেটা এবার করেছে, তাতে মানি সাপ্লাই কমাবে। মানি সাপ্লাই কমানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মূল্যস্ফীতিটা কমানো। মূল্যস্ফীতি কিন্তু কমানো যাচ্ছে না। আমরা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি করে ফেলছি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে না।

আমাদের রাজস্বনীতি নিয়ে কথা হলো, আমাদের কর-ডিজিপি হার বাড়াতে হবে। কর ফাঁকি দেয়া ঠেকাতে হবে। আবার আইএমএফের কথামতো সেচের পানি, ডিজেল ইত্যাদির ওপর হরেদরে কর বাড়ানো যাবে না। কর রেয়াত বাতিল করো, প্রণোদনা কমিয়ে দাও—আইএমএফের এ ধরনের পরামর্শ চোখ বুঝে অনুসরণ করা যাবে না। আইএমএফের বেশির ভাগ নীতি কিন্তু অনেকটা এক জুতা সবার পায়ে পরিয়ে দেয়ার মতো ব্যাপার। আইএমএফ অনেক কথা বলে, সব কথা শোনা যাবে না। আমি যখন গভর্নর ছিলাম তখন বৈদেশিক মুদ্রার রেগুলেশন একটু কঠিন ছিল। একবার আইএমএফের প্রতিনিধি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমরা কিন্তু সুকৌশলে তাদের অনেক পরামর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। ব্যাংক খাতে দুষ্টের দমন শিষ্টের লালনও কিন্তু করতে হবে। সবশেষে বলব, মুদ্রানীতি কিন্তু সরল কোনো বিষয় নয়, এটা বেশ জটিল। ফ্রেডরিক মিশকিন নামে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নর্সের (২০০৬-২০০৮) এক সদস্য ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক এ গভর্নর বলতেন, মুদ্রানীতি কোনো ডেন্টিস্টের কাজ নয়। আপনি যদি কোনো ডেন্টিস্টের কাছে যান এবং বলেন আপনার কোন দাঁতে ব্যথা তাহলে সে চট করে ওই দাঁত তুলে ফেলবে। অন্য কোনো দাঁতে সমস্যা আছে কিনা, শরীরের অন্য কোথাও সমস্যা আছে কিনা তা দেখবে না। কিন্তু মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার কাজটি সে রকম নয়। মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করেন, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু আপনাকে কোনো সমস্যার গভীরে গিয়ে দেখতে হবে। বাংলাদেশে কেন বিনিময় হারে জটিলতা চলছে, আর্থিক হিসাব কমছে, কেন বৈধ চ্যানেলে টাকা আসছে না—হুন্ডিতে আসছে। এ ধরনের নানা সংকটের বিষয়গুলো কারো অজানা নয়। এখন কথা হলো সঠিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে কিনা। সব দেশের অর্থনীতিতেই ঝুঁকি থাকে। কিন্তু যদি অনিশ্চয়তা থাকে তাহলে তো হবে না। আমাদের ব্যাংক খাতে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সার্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। একটি গল্প দিয়ে শেষ করি, একবার এক বন্ধুর সঙ্গে ভিয়েতনামে গিয়েছিলাম। আমরা যে হোটেলে ছিলাম, সেখানে একজন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি কি কখনো বাংলাদেশে গিয়েছিলেন? বাংলাদেশ কিন্তু বিনিয়োগের জন্য ভালো একটি দেশ, এখানে অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। তখন ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, বাংলাদেশ যে অনেক সম্ভাবনার এবং সেখানে অনেক সুযোগ রয়েছে তা আমি জানি। কারণ আমি প্রায় এক বছর সেখানে ছিলাম। কিন্তু আমি কোনো বিনিয়োগ করতে পারিনি। কারণ প্রত্যেক চেয়ার, প্রত্যেক টেবিল, প্রত্যেক দরজা টাকা চায়। আর আমি ভিয়েতনামে মাত্র দুই মাসের মধ্যে আমার বিনিয়োগ করতে পেরেছি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এবং জন-আকাঙ্ক্ষাকে আমলে না নেয়ার অভাবেই কিন্তু আমরা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একটু হতাশায় ভুগছি।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

(দৈনিক বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের যৌথ আয়োজনে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাখা আলোচনায়)

The Financial Express
Published: Wednesday, 08 May 2024 Page: 04

National Budget for Fiscal Year 2024-25

Addressing three key challenges in Bangladesh economy

Debapriya Bhattacharya and Towfiqul Islam Khan |

A complex economic situation - at both national and global levels- is now prevailing. Bangladesh is now going through one of the most difficult macroeconomic situations in recent decades. The country is facing a number of transitional challenges: graduation from the Least Developed Country (LDC) category, delivery of Sustainable Development Goals (SDGs), completion of the Eighth Five-Year Plan (8FYP) and Perspective Plan (2021-2041), and emerging geostrategic issues.

Against the backdrop, the upcoming national budget and expectations of the disadvantaged citizens and community deserve some serious attention. At this testing time, three major manifestations of current challenges that need to be addressed may be highlighted. These are: (a) Unabated Inflation; (b) Snowballing Debt Risk; and (c) Slowdown of Economic Growth.

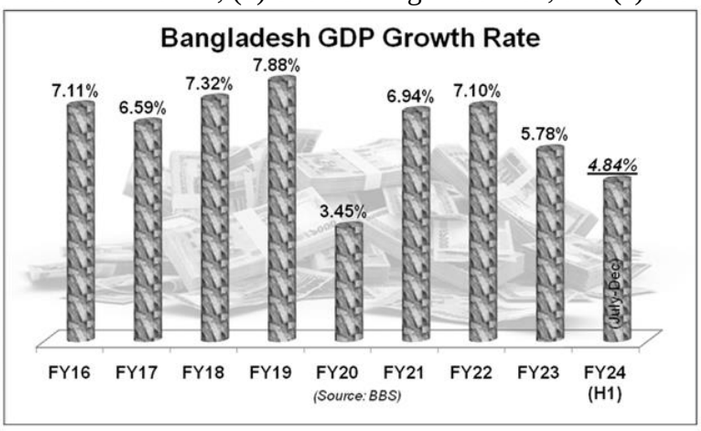

Composition of External Debt position of Bangladesh

(in million US$)

Creditor Type	End Dec'23		Total	% of shares of Total Dec'23
	Public Sector	Private Sector		
Long-term Debt	77255.28	9153.01	86408.29	85.90
Multilateral	*39172.72*	*1669.87*	*40842.59*	40.60
Bilateral	*27268.15*	*55.64*	*27323.79*	27.20
Supplier's Credit	*0.00*	*174.01*	*174.01*	0.20
IMF Loan	*3932.33*	*0.00*	*3932.33*	3.90
Commercial Borrowing	*5930.28*	*6069.15*	*11999.43*	11.90
Others	*951.80*	*1184.34*	*2136.14*	2.10
Short-term Debt	2438.03	11793.08	14231.11	14.10
Total External Debt as on Dec'23	79693.31	20946.09	100639.40	100.00
Total External Debt as on Sep'23	*75268.75*	*21280.88*	*96549.63*	
% Changes of Dec'23 over Sep'23	5.88	(1.57)	4.24	

Note: BIDA & Bangladesh Bank (excluding financing from OBU) Approval.
Source: FIED Management Cell, Statistics Department, Bangladesh Bank

- There is an actual erosion of the purchasing power of low- and fixed-income class, which may be much higher than average official statistics, due to persistent high inflation. So, the key question is what to do to contain the inflation
- The debt burden in Bangladesh has been rising in recent years, both from domestic and external sources. It is estimated that Debt-GDP ratio may reach 36.7 per cent in 2024. External public debt as a percentage of GDP may stand at 13.9 per cent, whereas the domestic public debt-GDP ratio may reach 22.8 per cent
- The annual target of GDP growth is 7.5 per cent for FY2024. The first half of the country witnessed a growth of 4.84 per cent. Achieving the target requires a growth rate of 10.01 per cent in the second half of the ongoing fiscal year

UNABATED INFLATION: As of March this year, inflation remains over 9 per cent for the 13th consecutive month. There is an actual erosion of the purchasing power of low- and fixed-income class, which may be much higher than average official statistics. Underlying factors of unabated inflation include monetary expansions in terms of high growth of credit; sharp depreciation of local currency against US Dollar; government borrowing from the central bank to finance the budget deficit; irregularities within the banking sector; non-competitive market (or oligopolistic behaviour) coupled with market manipulations by vested interest groups; and high cost of production due to upward adjustments of administered prices of fuel and electricity.

There are a number of implications of high inflation for the left-behind communities. These are: disproportionate impact on middle- and low-income households; erosion of purchasing power or real wage; dissaving and depletion of assets; increased indebtedness; reduced non-food expenditures such as clothing, health, education, utility services, and recreation; and heightened food insecurity and changed food habits. Moreover, working overtime, taking up secondary occupations coupled with discontinuing children's education and involving them in paid work, and early marriages of girl childrenare also some of the coping mechanisms for left-behind communities to fight inflation.

The government has announced a number of measures to rein in inflation. These include increasing policy rates by the central bank, replacing interest rate caps with "SMART" rates, containing private sector credit growth, injecting US dollar absorbing liquidity from the local market, and ceasing government lending via money creation. The government also goes for import restrictions to avoid accelerated depreciation, downward adjustment of tariff rates for selected commodities, broadening of social protection schemes including Open Market Sales

(OMS) and introduction of Family Card; episodic commodity market monitoring by the consumer rights authority.

Now, the key question is what to do to contain the inflation. This paper recommends the following: implementing the market-determined interest rates; allowing the exchange rate flexibility; limiting the government borrowings; ensuring the sufficient supply of essential items in the market - exploring alternative import sources; and preventing irregularities and manipulations in domestic market, including anti-competitive practices, introducing Agricultural Price Commission; incentivising the farmers and continuing subsidy for agricultural input and irrigation, controlling the interest rates spike specifically to LNOB loans; expanding social protection schemes to all districts, including OMS and public works programmes, as well as expanding income-tax-free limit for low and low-middle income people to protect their disposable income.

SNOWBALLING DEBT RISK: The debt burden in Bangladesh has been rising in recent years, both from domestic and external sources. It is estimated that Debt-GDP ratio may reach 36.7 per cent in 2024. External public debt as a percentage of GDP may stand at 13.9 per cent, whereas the domestic public debt-GDP ratio may reach 22.8 per cent. External private debt is also estimated at 5.13 per cent of GDP.

There are several underlying factors behind rising debt. These include persistently low revenue generation that has kept it around 9 per cent of GDP, sharp depreciation of Bangladesh Taka leading to a higher debt servicing liability, high cost of public investment projects (inflated pricing), project time and cost overruns risking debt repayment beginning earlier than expected in the project cycle, rising cost of borrowing from both domestic and external sources, and growing underutilised loans adding pressure on balance of payments (BOP).

The rising debt has some serious implications for the economy. It leads to growing reliance on borrowing for debt servicing liability (principal and interest). Debt servicing as a percentage of revenue and grants was below 70 per cent and is now projected to exceed 100 per cent in 2024, according to the International Monetary Fund (IMF). The government had no revenue surplus and had to borrow to repay foreign loans. The government borrowed Tk 57.55 billion in FY2022 for the amortisation of foreign loans as the revenue could not cover the entire payment requirement, which was programmed to increase to Tk 154.99 billion in the budget for FY2024. The entire Annual Development Programme (ADP) is now financed by borrowed resources.

Moreover, fiscal space is shrinking as debt servicing (as a percentage of revenue) is estimated to jump in 2024, leading to lower available resources for public service delivery and support to disadvantaged citizens in a difficult time. Lower available budgetary resources may lead to insufficient resources for public service delivery and public investment. This may result in dampened prospects for medium-term development outcomes (e.g., SDGs, particularly for disadvantaged groups). Dampened employment opportunities, risking increased income and food insecurity disproportionately impacting disadvantaged households.

Again, there is an increase in borrowing from costlier sources with stringent loan terms and conditions. The government relied heavily on borrowing from commercial banks, risking crowding out the private sector when liquidity space is quite low. The risk of downgraded credit ratings can discourage foreign direct investment (FDI) and result in limited financing access. Indeed, there is also a multifaceted pressure on BOP.

To address the growing pressure from rising debt, the government has reduced or withdrawn subsidies in various sectors, including power and energy. Measures are taken to keep power and energy supply below the capacity level and delay payments against foreign exchange liabilities for both public and private sectors, including about US$5 billion in unpaid foreign dues for energy purchase. The government also requested delays for two years to repay foreign loans for the Rooppur Nuclear Power Project.

The government also sought more budgetary support from the development partners, who agreed to implement policy reforms. Import restrictions have also been imposed, so import payments dropped by 15.36 per cent in the first eight months of the current fiscal year. Bangladesh Bank declared a "crawling peg" exchange rate fixing system (following IMF prescription) and removed the interest cap on bank deposits, introducing SMART interest rate. Steps were taken to inject funds by the central bank into commercial banks amid the volatility call money market. The government is also trying to increase non-concessional borrowing and has adopted a restrained approach to releasing funds for public investment projects.

To reduce the debt-related risks, this paper proposes a set of recommendations. These include prioritising the enhancement of domestic resource mobilisation through taxation, accurately estimating debt service obligations by taking note of possible depreciation in the coming months, strengthening the good governance of public investment projects, and improving the capacity for loan negotiation.

Close monitoring of foreign borrowing by the private sector is also necessary, along with exploring alternative sources of funds and diversifying sources of development finance. It is critical to consider the revenue and foreign exchange generation capacities of the foreign loan-financed public investment projects while taking up a project. The concerns regarding the risks of currency mismatch and time-period mismatch should also be taken into cognisance. The

government also needs to take advantage of opportunities to use currency swap facilities wherever possible.

SLOWDOWN OF ECONOMIC GROWTH: The annual target of GDP growth is 7.5 per cent for FY2024. The first half of the country witnessed a growth of 4.84 per cent. Achieving the target requires a growth rate of 10.01 per cent in the second half of the ongoing fiscal year. It may be recalled that the IMF cut the projection for economic growth rate to 5.7 per cent for the current fiscal year.

Factors behind the slowdown in economic growth need to be reviewed. As contractionary monetary policy has been followed to contain inflation, it has also slowed the pace of the economy. Power and energy supply has also been disrupted due to foreign exchange and fiscal space constraints. Restrictions on imports were applied, and a restrained approach was pursued for public expenditure, which also contributed to this slowdown. It may be noted that manufacturing sector growth slowed down and went into negative terrain in the second quarter of the fiscal year.

The gross export earnings growth is also slowing down- declined from 6.7 per cent in FY2023 to 3.9 per cent in FY2024 (during the July-April period) against the annual target of 11.6 per cent. During the July-February period of the current fiscal year, import payments experienced a notable decline of 15.17 per cent. Investment as a percentage of GDP decreased to 30.95 per cent in FY2023 from 32.05 per cent in the previous year. Private investment remained stagnant at around 23-24 per cent of GDP, however, it slightly decreased in FY2023 compared to the previous year. FDI in FY2023 was 9.74 per cent lower than the previous year, which has remained stagnant at 0.4 per cent of GDP.

Again, public investment decreased to 6.77 per cent of GDP in FY2023, down from 7.53 per cent in the previous year. During the July-March period of the ongoing fiscal year, the ADP implementation rate stands at 42.30 per cent. So, the remaining three months require a 57.7 per cent implementation rate to meet the target. In recent years, domestic savings as a percentage of GDP have hovered around 25 per cent, while national savings have been around 30 per cent without much improvement.

There are multiple implications of economic slowdown. Opportunities for decent jobs have declined, though the government has set a target to employ an average of around two million people annually throughout 2030, as outlined in their Election Manifesto (2024). In 2023, only 0.5 million jobs were created, although about 1.3 million people went for overseas jobs. In addition, Bangladesh's recent BBS Census and Household Census Report-2022 paints a concerning picture of youth inactivity. It says among approximately 31.6 million young people (aged 15-24), 40.67% are classified as inactive, meaning they are NEET.

Economic slowdown may affect poverty alleviation. The government has set a target to reduce the poverty rate to 11 per cent by 2028, as outlined in their 2024 Election Manifesto, requiring a per capita real GDP growth of around 7.50 per cent each year (assuming income inequality remains constant), which is now a formidable task.

The vulnerability of the non-poor people in the face of the high rise in commodity prices has also increased. Domestic revenue mobilisation target is likely to be missed by a large margin. Foreign investment prospects are facing challenges. Structural transformation of the economy, in terms of production and employment, is inhibited.

As the government pursued a contractionary monetary policy, restrained fiscal stance and restrictions on imports with a view to establishing the macroeconomic discipline, it had a limited arsenal to counter the slowdown of the economic growth. But it has made some efforts. Subsidies for agricultural inputs, tax incentives for export-oriented sectors, and fiscal incentives for remittance inflow continued. Evidently, the government has to embrace subdued economic growth to achieve macroeconomic stability. Hence, ensuring more equitable economic growth favouring disadvantaged population groups and creating decent jobs is critical. To enhance economic growth, the government needs to expand incentives to the agriculture sector to ensure food security and protect the purchasing power of the low- and middle-income population groups. Ensuring energy security for the utilisation of production capacities is necessary. Extended concessional loans to the CMSMEs and continued public investments for enhancing productivity and skill development are also important.

END NOTE: The government needs to restore macroeconomic stability, promote economic diversification by revisiting the incentive structure, protect small businesses and low-income people while revising tax incentives, curb corruption to reduce the cost of doing business, make efforts to find new markets for exports and avoid the influence of vested groups in policy adjustments are some of the key tasks the government needs to accomplish.

While preparing the national budget, the government should pursue the following to ensure the delivery of the budget for attaining the policy objectives:

i. Take a cautious and sensitive approach to avoid any negative policy spillover and protect the interest of disadvantaged communities and smaller businesses while making macroeconomic adjustments.

ii. Safeguard policy adjustments and reforms from influences of the oligarchs and maintain zero tolerance against corruption and illicit financial outflow.

iii. Protect the purchasing power of low and fixed-income groups by giving them income tax reliefs, expanding social protection (including public works programmes) coverage and allowances and ensuring stringent market monitoring.
iv. Prioritise domestic resource mobilisation to expand fiscal space by curbing tax evasion and ensure value for public money in taking new investment projects as well as implementing the existing ones.
v. Strengthen transparency, participation and oversight in the budget delivery process.
vi. Make scope for the local level citizens to be involved in budget delivery and monitoring process, including selecting participants of social protection programmes and implementing public investment projects to reduce leakages and corruption.
vii. Ensure disaggregated budget reporting using real-time data at the national parliament under the Public Money and Budget Management Act 2009.
viii. Use the built-in safety measures at the administrative level to keep fiscal discipline.
ix. Ensure strong leadership and coordination among the government agencies while devising and implementing policy decisions.
x. Ensure regular monthly meetings of the critical parliamentary committees related to public finance management, such as Standing Committees on Ministry of Finance, and Ministry of Planning, Public Accounts Committee, Committee on Estimates and Committee on Public Undertakings, with opportunities for public hearings involving relevant stakeholders and citizens groups as well as briefings by amici curiae.

Dr Debapriya Bhattacharya is Distinguished Fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD) and Convenor, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh. deb.bhattacharya@cpd.org.bd. Mr Towfiqul Islam Khan is Senior Research Fellow, CPD. towfiq@cpd.org.bd

Research support has been provided by Najeeba Mohammed Altaf, Mamtajul Jannat, and Shourza Talukder, research associates of CPD; Naima Jahan Trisha, Rushabun Nazrul Yaanamu, and Arman Shaid, programme associates of CPD.